রিসালা নং ০৫

রফে ইয়াদাইনের সমাধান

(নামাযে বারবার হাত উত্তলনের শরয়ি ফায়সালা)

www.sahihaqeedah.com

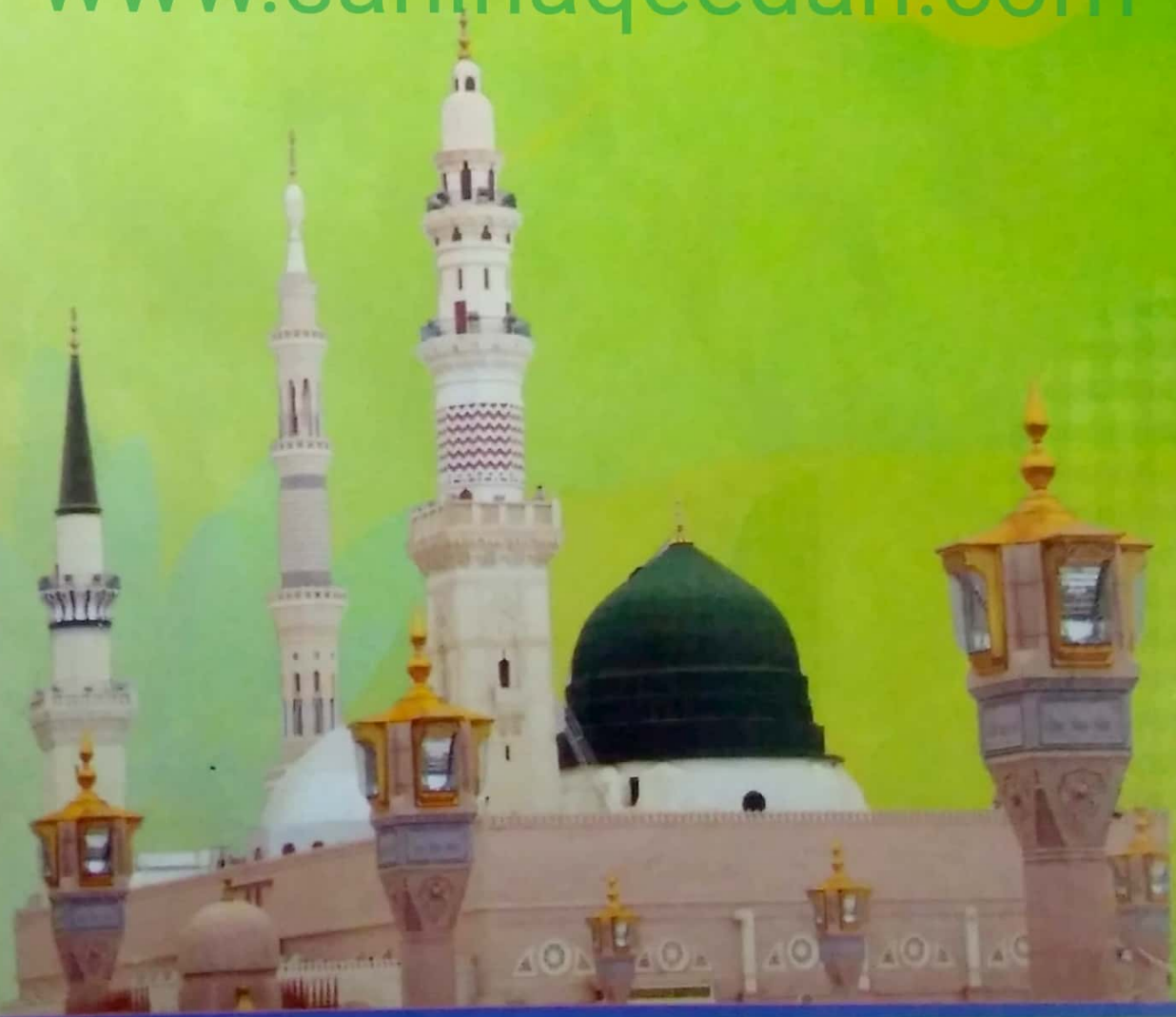

গ্রন্থনা ও সংকলনেঃ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

পৃষ্ঠপোষকতায়ঃ
ইমাম হাসান হোসাইন (রাঃ) ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

Scanned by CamScanner

রিসালা নং-০৫

রফে ইয়াদাইনের সমাধান

(নামাযে বারবার হাত উত্তলনের শরয়ি ফায়সালা)

গ্রন্থনা ও সংকলনে ঃ

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

সম্পাদনায় ঃ

শাইখুল হাদিস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী (মু.জি.আ.)

www.sahihaqeedah.com

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতাউর রহমান খোকন

চেয়ারম্যান ঃ ইমাম হাসান হোসাইন (রা.) ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ।

পরিবেশনায় ঃ

ইমাম আযম (রহ.) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

facebook পেইজ : ইমাম আযম রিসার্চ সেন্টার

Scanned by CamScanner

রফে ইয়াদাইনের সমাধান (নামাযে বারবার হাত উত্তলনের শরয়ি ফায়সালা)

গ্রন্থনা ও সংকলনে ঃ
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
facebook : shahidulla bahadur
সম্পাদনায় ঃ
শাইখুল হাদিস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী (মা.জি.আ.)
মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ
ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতাউর রহমান খোকন
চেয়ারম্যান, ইমাম হাসান, হোসাইন (রাঃ) ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

নিরক্ষনেঃ
আল্লামা মুফতি আলী আকবার (মু.জি.আ)
বহু গ্রন্থ প্রনেতা ও সভাপতি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, নারায়নগঞ্জ।
মাওলানা আবদুল আজিজ রজভী,খতিব, অলিনগর আব্দুল জলিল জামে মসজিদ,সীতাকু-,চট্টগ্রাম

উৎসর্গ ঃ
আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ আমিনুল করিম (বাবা হুযুর) (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র চরণ যুগলে।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ ঃ
৭ই এপ্রিল, ২০১৫ইং
পরিবেশনায় ঃ ইমাম আযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।
কম্পিউটার কম্পোজ ও বর্ণ বিন্যাস ঃ
মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ (আক্কাস)
মোবাইল ঃ ০১৮১১- ৩৫৫৯৬০.
শুভেচ্ছা হাদিয়া ৪০/- টাকা

যোগাযোগ ঃ দেশ-বিদেশের যে কোন স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ- মোবাইলঃ ০১৮৪২- ৯৩৩৩৯৬

Scanned by CamScanner

কৃতজ্ঞতায়

আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আলকাদেরী (মু.জি.আ)
সাবেক অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

আল্লামা মুহাম্মদ ছগীর উসমানী (মু.জি.আ.)
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

আল্লামা ওবায়দুল হক নঈমী (মু.জি.আ)
মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রাহমান (মু.জি.আ)
ফকিহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

আল্লামা মুফতি কাযি আব্দুল ওয়াজেদ (মু.জি.আ)
ফকিহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

আল্লামা কাযী মুঈন উদ্দিন আশরাফি (মু.জি.আ)
মুহাদ্দিস, সোবহানিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী (মু.জি.আ)
মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

আল্লামা হাফেজ কাজী আবদুল আলীম রেজভী (মু.জি.আ.)
অধ্যক্ষ, কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা।

মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জোবাইর রজভী
খতিব, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

ড.মাওলানা লিয়াকত আলী আলকাদেরী
মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

ড.মাওলানা সারওয়ার উদ্দিন আলকাদেরী
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আযহারী
মুহাদ্দিস, কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা।

মাওলানা মুফতি বখতিয়ার উদ্দিন
মুফাস্সির, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি
আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

হাফেজ মাওলানা আনিসুজ্জামান আলকাদেরী
আরবি প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী আলকাদেরী।
আরবি প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা হাফেয ক্বারী মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, চেয়ারম্যান, আল-ফালাহ ইসলামী সংস্থা।

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা সহ সিজদা আদায়ের পর, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপঢৌকন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পূণ্যময় চরণে লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি। যে বিষয়গুলি যুগযুগ ধরে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট অতি পরিচিত ও পালনীয় আমল হিসাবে বিবেচ্য। এমন কী কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সেসব আমল পালনের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমানাদী থাকায় সূর্যের আলোর ন্যায় পরিস্কার ছিলো আম জনতার নিকট। যেমন, রফে ইয়াদাইন (রুকু থেকে দাড়িয়ে পুণঃহাত উত্তোলন) না করা, সূরা ফাতিহার আমিন নিম্নস্বরে বলা, বিতির নামায তিন রাকাত, নাভীর নিচে হাত বাঁধা তারাবিহ নামায বিশ রাকআত ইত্যাদি। আধুনিক সভ্যতার এই যুগে এসে কিছু কথিত জ্ঞানপাপী এ সব দিপ্তমান বিষয়গুলির প্রতি নানান অভিযোগ পেশ করে সরলমনা মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করছে প্রতিনিয়ত। সেসব বিভ্রান্তি থেকে সহজ সরল মুসলমানের সতর্কতার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্রপ্রয়াস। পুস্তকের নাম করন করেছি *"রফে ইয়াদাইনের সমাধান (নামাযে বারবার হাত উত্তলনের শরয়ি ফায়সালা)"*

প্রিয় পাঠক! অদীর্ঘ এই পুস্তকটি পরোপুরি পড়ে বিবেকের আদলতে মুখোমুখি হবেন। এতে আপনার অন্তর চক্ষু খোলে যাবে, ইনশাআল্লাহ! সফলতার মুখ দেখবে আমার পরিশ্রম।

অধম লেখক মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

তারিখ.১.০৪.১৫ইং

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

সম্পাদকীয়

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী ওয়ানুসাল্লিমু আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মাবাদ। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অগণিত শুকুর যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ নবী, খাতামুন্নবীয়্যীন হুযুরে আকরাম শফীয়ুল মুজনেবীন (দ.) এর উম্মত হওয়ার সুযোগ দানে ধন্য করেছেন।

মুসলিম মিল্লাতের মহা সম্পদ হুযুর করীম (দ.)'র পবিত্র বানী হাদিস শরীফ। ইলমে হাদিস কতবড় নেয়ামত তা বর্ণনাতীত। আলহামদুলিল্লাহ অতীব আনন্দের বিষয় আমরা হানাফিগন যারা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) অনুসরন করি। আমাদের মাযহাব শুদ্ধ, সহিহ হাদিসের উপর ভিত্তি। হানাফি মাযহাবের যাবতীয় বিধানবলী হুযুর আকরাম (দ.)'র সুন্নতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শরীয়তে মাসায়েলের মধ্যে 'রফে ইয়াদাইন' অর্থাৎ হাত উত্তলন করা একটি গূরুত্বপূর্ন মাসয়ালা। বর্তমানে হাত উত্তলন বলতেই আমরা যা বুঝি রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু হতে উঠার সময় তাকবীরের সাথে হাত উঠানোকে 'রফে ইয়াদাইন' বলা হয়। এ মাসয়ালাটি নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগে তেমন কোন কথা বার্তা ছিলনা। ইদানিং এ মাসয়ালাকে কেন্দ্র করে আহলে হাদিস নামক একটি সম্প্রদায় হানাফি মাযহাবের বিপক্ষে বক্তব্য মিডিয়া ও তাদের বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে প্রচার করছে। ফলশ্রুতিতে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি বিরোদ্ধাচরন করছে। আহলে হাদিসগন বলে হানাফি মাযহাবের অনুসারীরা সহিহ হাদিসের ভিত্তির উপর নেই, এ দ্বন্দের নিরসনে আমার স্নেহধন্য ছাত্র ' কাযি মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর' নিরলস প্ররিশ্রমের মাধ্যমে 'রফে ইয়াদাইনের সমাধান' নামক একটি গূরুত্বপুর্ন পুস্তিকা লিখে মুসলিম উম্মাহ এর এক অপূরনীয় উপকার সাধন করেছেন। তিনি উক্ত পুস্তিকায় একশত ১৩৭খানা প্রামান্য কিতাবের অকাট্য দলিলাদির মাধ্যমে আলোচ্য মাসয়ালার সমাধানের জোর চেষ্টা চালিয়েছেন। আমি লেখকের সুস্বাস্থ্য ও উজ্জল ভবিষ্যত এবং অত্র পুস্তিকার বহুল প্রচার ও প্রসারের আশা রাখি। এ খেদমত কবুল করুন। আমিন। বহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালিন।

মুহাম্মদ হাফেয সোলাইমান আনসারী

Scanned by CamScanner

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী ওয়ানুসাল্লিমু আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মাবাদ। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অগণিত শোকর এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পূণ্যময় চরণে লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

মিথ্যার আক্রমনে সত্য আজ আক্রান্ত। সত্য আজ অসহায়। মিথ্যাবাদিদের প্রপাগান্ডায় সত্য আজ নিরবাসিত। তবে মিথ্যাবাদিদের মনে রাখা উচিত, তাদের কথিত এই বিজয় কেবল সাময়িক। কেননা সত্য সর্বদা চির ভাস্মর। সর্ব যুগে মিথ্যা প্রতিহতের লক্ষ্যে কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে ছিলো সত্যের ঢাল বুকে ধারন করে। ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষি। যেমন-

ইবনে তাইমিয়াসহ যাবতিয় ভ্রান্ত মতবাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইমাম তকি উদ্দিন সুবুকি (রহ.) সহ আরো অগণিত আল্লাহর প্রিয়ভাজন ওলামায়ে কিরাম।

নবি প্রেম ও আহলে বায়তের প্রেমময় বার্তা নিয়ে 'ইমাম হাসান হোসাইন (রা.) ফাউন্ডেশনের আবির্ভাব। অসত্যের বিরোদ্ধে সত্যকে নিরেট তুলে ধরায় এ ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য।

এই লক্ষ্যে মাযহাব অমান্যকারী ভ্রান্ত মতবাদিদের আক্বিদা 'রফে ইয়াদাইন'র খন্ডনে আমার স্নেহধন্য মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুরের 'রফে ইয়াদাইনের সমাধান' এ পুস্তকটি উক্ত ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করি। আশাকরি এই কিতাব অধ্যায়নের মাধ্যমে বিজ্ঞপাঠকগণ অনেক উপকৃত হবেন।

আমি লেখকের সুস্বাস্থ্য ও উজ্জল ভবিষ্যত এবং অত্র পুস্তিকার বহুল প্রচার ও প্রসারের আশা রাখি। আল্লাহ তার এ খেদমত কবুল করুন। আমিন।

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতাউর রহমান খোকন

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

আপত্তি ঃ

সাম্প্রতিক নামধারী আহলে হাদিস নামীয় ভ্রান্ত পথে অনুসারীগন হানাফি মাযহাবের প্রমাণিত মাসআলা রফে ইয়াদাইনের উপর মিথ্যা আপত্তি করছে।

তাদের বক্তব্য ঃ

রফে ইয়াদাইন বা নামাযে তাকবিরে তাহরিমা ছাড়াও রুকুতে যাওয়ার পূর্বে এবং পরে হাত উত্তলন করা উত্তম।

নিষ্পত্তি ঃ

রফে ইয়াদাইন হানাফি মাযহাবে একটি গূরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত মাসআলা। ইমাম আযম আবু হানিফা(রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সাওরি, শাফি, আলকামা, আসওয়াদ (রা.) সহ পৃথিবী বিখ্যাত একদল আলেমদের মতে, রফে ইয়াদাইন বা রুকুতে যাওয়ার পূর্ব-পরে হাত উত্তলন না করাই উত্তম।

উল্লেখ্য যে, রফে ইয়াদাইনের ব্যাপারে অবশ্যয় কিছু হাদিস রয়েছে। যা আমরা কখনো অস্বীকার করি না। আমাদের অভিযোগ হলো, বরং রফে ইয়াদাইন না করাই উত্তম। তবে যারা হাদিস পাকের সম্মানে এই আমল করে আমরা তাদেরকে কখনো মন্দ বলি না বরং নিরব সম্মান প্রদর্শন করি।

নবিজি (দ.) রফে ইয়াদাইন কেন করতেন ঃ

হাদিস গবেষণা করে জানা যায়, নবিজি নিজেও রফে ইয়াদাইন করতেন। তবে এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগে। যা দেখে অনেক সাহাবিরাও আমল করতেন। নবিজি (দ.)'র নবুয়ত প্রাথমিক যুগে যখন নৌ মুসলিম সম্মানিত সাহাবিরা নামাযে যেতেন তখনো ধর্মের যাবতীয় বিধানাবলী সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত না হওয়ার দরুন অনেকে বগল বা জামার আস্তিনের নিচে ছোট ছোট মূর্তি ছানা লোকিয়ে রাখতেন। নামাযে বারবার রফে ইয়াদাইন বা হাত উত্তলনের ফলে সে মূর্তি ধ্বংস হয়ে যেতো।

এক সময় যখন মহিমান্বিত সাহাবিরা এ ঘটনা পুরোই অবগত হলেন, তখন তারা মূর্তির যাবতীয় সঙ্গ ত্যাগ করলেন। অতঃপর নবিজি (দ.)'র প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরপরই রফে ইয়াদাইন থেকে বারন করলেন। এমনি যারা রফে ইয়াদাইনের হাদিস বর্ণনা করেছেন তারা পর্যন্ত পরবর্তীতে এ আমল আর করেন নি। যা কিতাবটি অধ্যায়ন করলে বুঝতে সক্ষম হবেন, ইন'শা আল্লাহ!

Scanned by CamScanner

ইসলামে রফে ইয়াদাইন এর গুরুত্ব ঃ

রফে ইয়াদাইন এমন কোন গুরুত্বপুর্ন আমল নয়। আমরা নামাযের শুরুতে তাকবিরে তাহরিমার সময় যে হাত উত্তলন করে থাকি, সে সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নাওয়াভী [১](রহ.) {ওফাত.৬৭৬হি.} বলেন-

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ اليدين عند تكبيرة الْإِحْرَامِ

-"মুসলিম জাতি তাকবিরে তাহরিমার সময় রফে ইয়াদাইন (দু'হাত উত্তলন) মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে একমত।"[২] ইমাম নাওয়াবী (রহ.) তারপর আরও বলেন যে শাফেয়ী মাযহাবের মতে রফে ইয়াদাইন করাটা মুস্তাহাব মাত্র।[৩] এতদাসত্বেও বিষয়টি নিয়ে হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের প্রতিসালাফিদের যে আপত্তি বা প্রশ্ন করে থাকে। তাই তার জবাবে "রফে ইয়াদাইনের সমাধান বা নামাযে বারবার হাত উত্তলনের শরয়ি ফায়সালা" এ নামক এই নিবন্ধের অবতারনা। কিতাবটিতে হানাফিরা রফে ইয়াদাইন না করার অনেকগুলো কারন ব্যক্ত করা হয়েছে এবং রফে ইয়াদাইন না করাই যে উত্তম তা আলোকপাত করা হয়েছে।

*রফে ইয়াদাইন না করার প্রথম কারণ ঃ

বর্ণনা নং-১ ঃ রাসুল (ﷺ) এই আমলটি প্রাথমিক যুগে করেছিলেন, পরবর্তীতে তা ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক হাদিসে পাকে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে থেকে কিছু হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

দলিল নং-১-২

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

---

১. যাকে সালাফীগন তথা আহলে হাদিসগন অনেক বেশি অনুসরন করে থাকেন, এমনকি তাঁর লেখা 'রিয়াযুস-সালেহীন' তারা বেশী পড়ে থাকেন এবং তারাই সে কিতাবটির অনুবাদ করেছেন এবং আলবানী কিতাবটির তাহক্বীক করেছেন।

২. নাওয়াভী : আল-মিনহাজ ফি শরহে মুসলিম : ৪/৯৫পৃ. হাদিস : ৩৯১, দারু ইহইয়াউত-তুরাস আল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৩৯২হি.

৩. তার কওল বা বক্তব্য হলো অনুরুপ (لِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ -"ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন নামাযে রফে ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব) সুত্র ঃ নাওয়াভী : আল-মিনহাজ ফি শরহে মুসলিম : ৪/৯৫পৃ. হাদিস : ৩৯১, প্রাগুক্ত

Scanned by CamScanner

-"হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, আমার কি হলো, আমি যে তোমাদেরকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় (ঘনঘন) হাত উঠাতে দেখছি! তোমরা নামাজের মধ্যে শান্ত থাকবে।"[৪]

উল্লেখিত হাদিস থেকে সুস্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায় উল্লেখ, নামাজে ঘোড়ার লেজের ন্যায় পুনরায় দু'হাত উত্তলন করা না হয়। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন -

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

-"এ মুসলিম শরিফের হাদিসটি হলো হানাফীদের পক্ষে রফে ইয়াদাইন না করার দলিল।"[৫]

দলিল নং-৩

ইমাম আবু দাউদ তায়লসী (রহ.){ওফাত.২০৪হি.} এ হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَالَ: قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

"ইমাম আবু দাউদ তায়লসী (রহ.) যথাক্রমে.....হযরত তামীম বিন তারাফাতা (রহ.) তিনি হযরত জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হতে উপরুক্ত মতনে (বাক্যে) বর্ণনা করেন।"[৬]

দলিল নং-৪-৪১

এ হাদিসটি একজামাত মুহাদ্দিসগন তাদের কিতাবে সংকলন করেছেন, তাদের সবার সনদসহ মতন বর্ণনা করলে কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় শুধু তাদের কিতাবের তথ্য সুচীগুলো দিচ্ছি। তাই নামের তালিকা ও গ্রন্থপুঞ্জি নিম্নে দেয়া হলো। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে।[৭] ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর একটি গ্রন্থে।[৮] ইমাম

---

৪. ইমাম মুসলিম, আস্-সহিহ : ১/৩২২পৃ. হাদিস : ৪৩০, দারু ইহইয়াউত্-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, আবূ দাউদ, আস্-সুনান : কিতাবুল সলাত, হাদিস নং : ১০০০, মাকতুবাতুল আসরিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৫. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৬৫৬পৃ. হাদিস : ৭৯৩, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, . লেবানন, প্রকাশ-১৪২২হি.

৬. ইমাম আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, ২/১৩৬পৃ. হাদিস ঃ ৮২৩, দারু হিজর, মিশর, প্রকাশ-১৪১৯হি.

৭. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩৪/৪৪৬পৃ. হাদিস ঃ ২০৮৭৫, ৩৪/৪৮৫পৃ. হাদিস, ২০৯৫৮, ৩৪/৪৮৮পৃ. হাদিস, ২০৯৬৪, ৩৪/৫২০পৃ. হাদিস, ২১০২৭, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ- ১৪২১হি.

৮. ইমাম বুখারী, কুর্‌রাতুল আইনাইনে বি রফেউল ইয়াদাইন ফিস্- সলাত, ৩১পৃ. হাদিস ঃ ৩৫,দারুল আরকাম লিল নশর ওয়াল তাওজীহ, বয়রুত, প্রকাশ,১৯৮৩খৃ.

Scanned by CamScanner

বায্যার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে।[৯] ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানিল কোবরার দুই স্থানে এবং সুনানে নাসাঈতে সংকলন করেছেন।[১০] ইমাম তাহাভী তাঁর দুটি গ্রন্থে।[১১] ইবনে খুযায়মা (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) তাঁর সহিহ গ্রন্থে।[১২] ইমাম তাবরানী তাঁর কয়েকটি গ্রন্থে[১৩], ইমাম আবু ই'য়ালা তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে[১৪], ইমাম আব্দুর রায্যাক তাঁর মুসান্নাফে[১৫], ইমাম বায়হাকী তাঁর কিতাবের একাধিক স্থানে।[১৬] ইমাম আবি শায়বাহ তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে।[১৭] তাছাড়া ইমাম ইবনে আছির[১৮], ইমাম যায়লাঈ[১৯], ইবনে কাসীর[২০], ইবনুল মুলাক্কীন[২১], ইবনে হাজার আসকালানী[২২], মুত্তাকী হিন্দী[২৩], শায়খ ইউসুফ নাবহানী[২৪], ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী[২৫]

---

৯. ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ১০/২০২পৃ. হাদিস ঃ ৪২৯১-৯২, মাকতুবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদিনাতুল মানাওয়ারা, সৌদি, প্রথম প্রকাশ,১৯৮৮খৃ.

১০. ইমাম নাসাঈ , আস্-সুনানিল কোবরা, ১/২৯৫পৃ. হাদিস ঃ ৫৫৭, ২/৩৪পৃ. হাদিস, ১১০৮, ও তার অপর গ্রন্থ আস্-সুনানের ৩/৪পৃ. হাদিস, ১১৮৪, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ- ১৪২১হি.

১১. ইমাম তাহাভী, শরহে মুশকিলুল আছার, ১৫/১৬৮পৃ. হাদিস ঃ ৫৯২৬,মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন,প্রথম প্রকাশ,১৪১৫ হি. ও তার অপর আরেক গ্রন্থ শরহে মা'য়ানিল আছার, ১/৪৫৮পৃ. হাদিস ঃ ২৬৩২,(শামিলা)

১২. ইমাম ইবনে হিব্বান, আস্-সহিহ, ৫/১৯৮পৃ. হাদিস ঃ ১৮৭৮, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ,১৪০৮ হি.

১৩. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২/২০২পৃ. হাদিস ঃ ১৮২২, ২/২০২পৃ. হাদিস, ১৮২৪, হাদিস, ১৮২৫-২৯, মাকতুবাতু ইবনে তাইমিয়াহ, কাহেরা, মিশর, প্রথম প্রকাশ,১৪১৫ হি.

১৪. ইমাম আবু ই'য়ালা মউসুলী, আল-মুসনাদ, ১৩/৪৬০পৃ. হাদিস ঃ ৭৪৭২, ও ১৩/৪৬৫পৃ. হাদিস, ৭৪৮০, দারুল মামুন লিল তুরাস, দামেস্ক,প্রথম প্রকাশ,১৪০৪ হি.

১৫. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/২৫১পৃ. হাদিস ঃ ৩২৫২-৩২৫৩, মাকতুবাতুল ইসলামী,বয়রুত, লেবানন,প্রথম প্রকাশ,১৪০৩ হি.

১৬. ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৩৯৭পৃ. হাদিস ঃ ৩৫২০-৩৫২১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন,প্রথম প্রকাশ,১৪২৪ হি.

১৭. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/২৩১পৃ. হাদিস ঃ ৮৪৪৭, মাকতুবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি,প্রথম প্রকাশ,১৪০৯ হি.

১৮. ইমাম ইবনে আছির, জামিউল উসূল, ৫/৪১১পৃ. হাদিস ঃ ৩৫৬৮,

১৯. ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ, ১/৩৯৩পৃ. ও ১/৩৯৪পৃ.

২০. ইমাম ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ২/১৩পৃ. হাদিস ঃ ১৪১২-১৩১৪

২১. ইমাম ইবনুল মুলাক্কীন, বদরুল মুনীর, ৩/৪৮০পৃ.

২২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবির, ১/৫৪৩পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন ও তার অপর গ্রন্থ দিরায়া ফি তাখরীজে হেদায়া, ১/১৪৯পৃ. হাদিস নং-১৮১

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

ইমাম আবি আওয়ানাহ[২৬], ইমাম সার্‌রাজ[২৭] এবং এমনকি আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী তার কয়েকটি গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[২৮] তাই সহজেই বুঝতে পারলাম যে রাসূল (ﷺ) সর্বশেষ রফে ইয়াদাইন করতে নিষেধ করে গেছেন। এ বিষয়ে আরও কিছু হাদিস নিম্নে আলোকপাত করা হবে।

***রফে ইয়াদাইন না করার দ্বিতীয় কারন ঃ**

রাসূল (ﷺ) থেকে রফে ইয়াদাইনের পদ্ধতি অনেক রকমের, এ বিষয়ের হাদিসের দিকে তাকালে ৬-৭ রকমের পদ্ধতি পাওয়া যায়। আর সবগুলো রেওয়াতের সনদ সহিহ হওয়ার কারনে একটির উপরে অন্যটি প্রাধান্য দেয়া যায় না। যা নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। অথচ আহলে হাদিসগন এতগুলো পদ্ধতি থেকে তারা একটি পদ্ধতি অনুসরন করে থাকে। আর বাকি ৬ রকমের পদ্ধতির ব্যাপারে সহিহ হাদিস থাকা সত্বেও তারা সহিহ হাদিসের অনুসারী হওয়ার দাবি করে একটি পদ্ধতির উপর আমল করে থাকে আর ৬টিকে অস্বীকার করে বসে।

উক্ত বিষয়ে তাদের সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য হাদিসটি হলো সাহাবী ইবনে উমর (رضي الله عنه)'র হাদিস।[২৯] অথচ এ সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) এ হাদিসের বিপরীত আমল করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) এর অনেক শিষ্য ছিলেন তৎমধ্যে তাঁর গোলাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে না'ফে (رضي الله عنه), তাঁর ছেলে হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ (رحمه الله) এবং ইমাম মুজাহিদ رحمه الله উল্লেখ যোগ্য।

হাদিস নং-৪২- ৪৫ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (رحمه الله) সংক্ষিপ্ত সনদটি বর্ণনা করেন এভাবে -

---

২৩. ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/৪৮২পৃ. হাদিস ঃ ১৯৮৮৩, মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০১হি.

২৪. শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/৯৫পৃ. হাদিস ঃ ১০৭৩৬, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪২৩হি.

২৫. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, জামিউস সগীর, প্রথম খন্ড, হাদিস ঃ ১০৬০২,দারু ইহইয়াউত্-তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-২০০৯ইং. ও তার অপর আরেক গ্রন্থ জামিউল আহাদিস, ১৯/৯৪পৃ. হাদিস ঃ ২০২৮১,

২৬. ইমাম আবি আওয়ানাহ, মুসতাখরীজে আবি আওয়ানাহ, প্রথম খন্ড পৃ.৪১৯ হাদিস ঃ ১৫৫২,দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৯ হি.।

২৭. ইমাম সার্‌রাজ, হাদিসুল সার্‌রাজ, ২/৩৯-৪০পৃ হাদিস ঃ ১৩২-১৩৩, ও ১/২৪৩পৃ. হাদিস, ৭২৮-৭২৯

২৮. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সহিহুল জামে, ২/৯৮৯পৃ. হাদিস ঃ ৫৬৬৫, এখানে সে হাদিসটিকে সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এমনকি সুনানে আবু দাউদের তাহকীকেও সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

২৯. ৪২ নং টিকা দেখুন।

Scanned by CamScanner

قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ

-"আবু বকর বিন আইয়্যাশ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি হযরত হুসাইন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি বলেন আমি সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে নামাজ পড়েছি তাকে শুধু মাত্র তাকবিরে তাহরিমার সময় ছাড়া আর হাত উত্তলন করতে দেখিনি।"[৩০]

সনদ পর্যালোচনা ঃ ইমাম নিমাভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর কিতাবে বলেন, এ হাদিসের সমস্ত বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।[৩১] যদিও আহলে হাদিসের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী ও মোবারকপুরী হাদিসটির সনদের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে। যে ইমাম আদি উল্লেখ করেছেন, এ সনদের প্রধান রাভী "আবূ বকর বিন আইয়্যাশ" তাঁর শেষ জীবনে স্মৃতি শক্তি খারাপ হয়ে পড়েছিল।[৩২]

আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব ঃ প্রথমে বলবো, ইমাম ইবনে আদি তাবেয়ী 'আবু বকর বিন আইয়্যাশ' সর্ম্পকে যে মন্তব্য করেছেন আমাদের জন্য তা দোষনীয় নয়। কারন উক্ত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে আদিই বরং তাঁর সর্ম্পকে বলেন, "আবূ বকর একজন প্রসিদ্ধ কূফী। তিনি অনেক স্বনামধন্য মুহাদ্দিসগন হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত যাবতীয় হাদিসে এমন কোন অসুবিধা নেই, কারন আমি তাঁর বর্ণিত কোন হাদিস মুনকার বা আপত্তিকর পাইনি।"[৩৩]

---

৩০. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/২২৫পৃ. হাদিস : ১৩৫৭, আলিমুল কুতুব, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৪হি. বায়হাকি, আল-মা'রিফাতুল-সুনানি ওয়াল আছার, ২/৪২৪পৃ. হাদিস : ৩২৮৬, ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৩পৃ. হাদিস ঃ ২৪৫২, নীমাভী, আসারুস সুনান, ১/১০৮পৃ.

৩১. .নীমাভী, আছারুস সুনান, ১/১০৮পৃ.

৩২ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বয়ীফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ, ২/৩৪৯পৃ. দারুল মা'রিফ রিয়াদ, সৌদি, প্রকাশ-১৪১২হি. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ২/৯৬পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৩৩. .ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ১২/৩৫পৃ. আদি, আল-কামিল, মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ৩৩/১২৯পৃ, রাবি:৭২৫২, যাহাবি, মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৪৬৯পৃ, যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ১/২৬৫পৃ. যাহাবি, সিয়ারু-আলামিন আন্-নুবালা, ৮/৪৯৫পৃ.

Scanned by CamScanner

রাবী হযরত 'আবূ বকর বিন আইয়্যাশ' সর্ম্পকে ইমাম আবূ দাউদ ও আহমদ বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবি ছিলেন।[৩৪] ইমাম ইবনে সা'দ বলেন, وكان ابو بكر ثقة صدوقا عارفا بالحديث -"আবূ বকর হাদিস গবেষনায় একজন পরিচিত ব্যক্তি, তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন।"[৩৫] ইমাম যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উক্ত গ্রন্থে আরও বলেন, احد الائمة الكبار -"তিনি বিশিষ্ট গুনীজনের একজন।" ইমাম যাহাবি আরও বলেন, احد الائمة الاعلام صدوق ثبت فى القراءة ...قال البخارى صالح الحديث -"আবূ বকর বিশিষ্ট গুনীজনের একজন, তিনি সত্যবাদি ছিলেন, তিনি কেরাতের ব্যাপারেও দৃঢ় ছিলেন, ইমাম বুখারি বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনার দিক থেকে সৎ ছিলেন।"[৩৬]

ইমাম যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার অপর আরেকটি গ্রন্থে তার সর্ম্পকে বলেন, الفقيه المحدث شيخ الاسلام -"তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, মুহাদ্দিস, শাইখুল ইসলাম তথা ইসলামের শায়খ।"[৩৭] সুতরাং প্রমানিত হলো উক্ত রাবির হাদিস গ্রহনযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাঠকবৃন্দ! ইমাম মুজাহিদ এর বক্তব্য দ্বারা প্রমানিত হলো সাহাবি ইবনে উমর নিজেই এ কাজটি করতেন না। তাই এ থেকেই প্রমান হলো যে এ কাজটি রহিত হয়ে গেছে। বরং এ বিষয়ে আরও একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে।

দলিল নং-৪৬ ঃ অনূরুপভাবে একদা হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) দেখলেন-

أَن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة عِنْد الرُّكُوع وَعند رفع رَأسه من الرُّكُوع، فَقَالَ لَهُ: لَا تفعل، فَإِن هَذَا شَيْء فعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ تَركه،

-" তিনি এক ব্যক্তিকে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় উভয় হাত তুলতে দেখলেন। অতঃপর তাকে বললেন, এরূপ করো না। কেননা এটা এমন কাজ যা হুযুর (রাঃ) প্রথমে করেছিলেন, এরপর ছেড়ে দিয়েছেন।"[৩৮]

দলিল নং-৪৭

দ্বিতীয়ত উপরের এ হাদিসটি ইমাম বুখারি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর কিতাবে সংকলন করেছেন।[৩৯]

---

৩৪. যাহাবি, তারিখুল ইসলাম, ৪/১২৬পৃ.রাবি:৩৭০
৩৫. ইমাম ইবনে সা'দ, আত্-তবকাতুল কোবরা, ৬/৩৬০পৃ. এবং ৬/৩৮৬পৃ,
৩৬. যাহাবি, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৯৯পৃ. রাবি : ১০০১৬
৩৭. যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা,৮/৪৯৫পৃ.
৩৮ বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭৩পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাস আলবানী, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by CamScanner

দলিল নং-৪৮

অপরদিকে উক্ত সাহাবির ছেলে তাঁর পিতা থেকে এর সম্পূর্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ননা করেছেন।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثنا سفيان قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

-"হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন,আমি রাসূল (ﷺ) কে দেখেছি যে, তিনি শুধু নামাজ শুরু করার সময় তাঁর দু'হাত কাধ বরাবর উঠাতেন, এছাড়া তিনি যখন রুকুতে যেতেন ও রুকু থেকে মাথা উঠতে এবং সিজদার মাঝখানে ও তাঁর হাত আর পুনরায় উঠাতেন না।"[৪০]

ইমাম হুমায়দী (রহ.) হলেন ইমাম বুখারির শায়খ যার (ওফাত.২১৯ হি.)। উপরের দুটি বর্ণনা থেকে পরিস্কার বুঝা গেল যে রাসূল (ﷺ) এ আমল শেষেরদিকে করেননি।

রফে ইয়াদাইনের হাদিস বর্ণনায় ভিন্নতার করুন দশা!

শুধু মাত্র প্রথম তাকবীরের (তাকবীরে তাহরীমার) সময় রাসূল (দ.) হাত উত্তলন করতেন। যার উপর আমরা হানাফীদের আমল বর্তমানে অব্যহত রয়েছে। এ বর্ণনাগুলো একটি সনদের মতনের সাথে অন্য সনদের মতন খুবই সাদৃশ্যপুর্ন তথা সুস্পষ্ট কিন্তু লা-মাযহাবিদের বর্ণনাগুলো নিম্নে দেখুন কি অবস্থা।

পদ্ধতি নং-১

শুধু রুকুতে যাওয়ার সময় রাসূল (ﷺ) রফে ইয়াদাইন করতেন বর্ণনা পাওয়া যায়।[41]

পদ্ধতি নং-২

নামাযে রুকুতে যেতে এবং রুকু থেকে উঠতে গিয়ে রফে ইয়াদাইন করা। এটি বর্তমান নামধারী আহলে হাদিসদের তথা সালাফীদেরও আমল।[৪২]

---

৩৯ ইমাম বুখারী, কুররাতুল আইনাইনে বি রফেউল ইয়াদাইন ফিস্- সলাত,৫১পৃ.,দারুল আরকাম লিল নশর ওয়াল তাওজীহ, প্রকাশ,১৯৮৩খৃ.

৪০. ইমাম হুমায়দী, আল-মুসনাদ, ১/৫২৫পৃ. হাদিস : ৬২৬, দারুস্-সিকা,দামেস্ক।

৪১ .সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদিস নং : ৮৬৬, এ হাদিসটি মাওলা আলী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ -"রাসূল (ﷺ) নামাযের শুরুতে এবং রুকুতে যেতে রফে ইয়াদাইন করতেন।" এ সনদটিকে সুনানে ইবনে মাযাহ এর তাহক্বীকে আলবানী পর্যন্ত সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৪২. এ বিষয়ে তারা নিম্নের এ হাদিসটিকে সবচেয়ে বেশী দলিল হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন যা হলো (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ

পদ্ধতি নং-৩ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন-

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

-"রাসূল (দ.) রুকুতে যেতে এবং সিজদাতে রফে ইয়াদাইন করতেন।"[৪৩]

পদ্ধতি নং-৪ ঃ হযরত না'ফে (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন আমি ইবনে উমর (রাঃ) কে দেখেছি তিনি নামাযের শুরুতে, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে এবং দু'রাকআত শেষ করে তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠার আগে তাঁর দুই হাত উঠাতেন।[৪৪] উল্লেখ্য যে, দু'রাকআ'ত শেষ করে তৃতীয় রাকাআতের জন্য উঠার সময় বর্তমান আহলে হাদিসগনও রফে ইয়াদাইন করে না অথচ হাদিসটি সহিহ বুখারিতে বিদ্যমান। এ বিষয়ে হযরত আবু হুমায়দ (রাঃ) হতে [৪৫] মাওলা হযরত আলী (রাঃ) হতে[৪৬] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতেও অনুরূপ রাসূল (ﷺ)'র নামাযের পদ্ধতির হাদিসে বর্ণিত আছে।[৪৭]

পদ্ধতি নং-৫

আমরা নিম্নের হাদিসের দিকে তাকালে আরেকটি ভিন্ন ধরনের হাদিস পাওয়া যায়-

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ، وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ﷺ) নামাজে রুকুতে যেতে, সিজদার মাঝের তাকবীরে রফে ইয়াদাইন করতেন।" ইমাম হায়সামী বলেন হাদিসের সনদটি সহিহ।[৪৮] এ হাদিসের ন্যায় হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)

" رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ) সূত্র ঃ বুখারী, আস্-সহিহ, ১/১৪৮পৃ. হাদিস :৭৩৬ এ হাদিসে সুস্পষ্ট রয়েছে যে সিজদায় রাসুল (ﷺ) রফে ইয়াদাইন করতেন না। কিন্তু আমরা ৩নং বর্ণনায় পাচ্ছি তিনি সিজদায়ও রফে ইয়াদাইন করতেন। আমরা কোন সাহাবির বিরোধিতা করতেছি না, বরং বলতে চাচ্ছি এক বর্ণনার সাথে অপর বর্ণনার সাংর্ঘর্ষিকতার অবস্থা।

৪৩. আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, ১/২১৩পৃ. হাদিস : ২৪৩৪

৪৪. বুখারী,আস্-সহিহ, ১/১৪৮পৃ. হাদিস : ৭৩৯

৪৫ সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদিস : ৮৬২, সুনানে তিরমিযী, হাদিস : ৩০৪, তিনি এটিকে হাসান,সহিহ বলেছেন।

৪৬ সুনানে আবু দাউদ, হাদিস :৭৪৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৮৬৪, সুনানে তিরমিযী, হাদিস : ৩৪২৩, তিনি হাদিসটিকে হাসান, সহিহ বলেছেন।

৪৭ সুনানে আবি দাউদ, হাদিস, ৭৩৮

৪৮ . তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ১/৯পৃ. হাদিস, ১৬, ইবনে হাজার হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ :২/১০২পৃ. হাদিস : ২৫৯০

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৪৯] এ রকমের রফে ইয়াদাইনের পদ্ধতি হযরত মালেক ইবনুল হুওয়ায়রিছ (ﷺ)[৫০] হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে[৫১] হযরত আনাস (ﷺ) থেকে[৫২] হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (ﷺ) থেকে[৫৩] বর্ণনা পাওয়া যায়।

পদ্ধতি নং-৬

রফে ইয়াদাইনের আরেকটি পদ্বতি রাসূল (ﷺ) পাওয়া যায় তা হলো উঠা, বসা, রুকু, সেজদা, কিয়াম (দাঁড়ানো), কুউদ (বসা) এবং উভয় সেজদার মাঝখানে রাসুল (ﷺ) রফে ইয়াদাইন করতেন। এ ব্যাপারে ইবনে উমর (ﷺ) থেকে।[৫৪] এবং হযরত উমায়ের বিন হাবিব (ﷺ) থেকে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[৫৫]

পদ্ধতি নং-৭

এর আরেকটি পদ্ধতি হলো রাসূল (ﷺ) থেকে পাওয়া যায় যে তিনি প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তলন করতেন।[৫৬] লা মাযহাবীদের বলবো দেখুন ! আপনাদের উল্লেখিত হাদিসগুলো একটির বর্ণনার সাথে অন্যটির সাংর্ঘষিক অবস্থা। এক রাবির বর্ণনা অন্য রাবির সাথে মিল নেই কিংবা একই রাবির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। তাহলে বলুন! আপনারা কোন রাবির হাদিস আমল করছেন আর কোন রাবির হাদিস বাদ দিচ্ছেন?

---

৪৯ .তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৬/২৯৯পৃ. হাদিস : ৬৪৬৪, হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ২/১০৩পৃ. তিনি বলেন এ হাদিসের সমস্ত রাবি সিকাহ। তবে ইমাম আবু শায়বাহ (আল-মুসান্নাফ,১/২১৩পৃ. হাদিস ঃ ২৪৩৪ এ) এভাবে বর্ণনা করেন-

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

-"হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (দ.) রুকু এবং সিজদায় রফে ইয়াদাইন করতেন।" অনূরুপ ইমাম তাহাবী তাঁর শরহে মা'নিল আছার, ১/২২৭পৃ. হাদিস, ১৩৬৪, প্রাগুক্ত, ইমাম আবূ ই'য়ালা, মওসুলী, আল-মুসনাদ, ৬/৩৯৯পৃ. হাদিস, ৩৭৫২

৫০ .সুনানে নাসায়ী, হাদিস : ১০৮৫, এই হাদিসটির সনদ সহিহ।

৫১ .সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৮৬০

৫২ .মুসনাদে আবি ই'য়ালা, হাদিস : ৩৭৪০, হায়সামী বলেন, এ হাদিসের সনদ সহিহ। (মাযমাউদ যাওয়াইদ,২/২২০পৃ.)

৫৩ .সুনানে দারেকুতনী, নীমাভী তার আছারুস-সুনান গ্রন্থে হাদিসটির সনদ সহিহ বলেছেন।

৫৪ .ইমাম তাহাভী, শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস:৫৮৩১, তাহাভী বলেন,এ হাদিসটির সনদ সহিহ।

৫৫ .সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৮৬১

৫৬ .সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৮৬৫ এ হাদিসটি হলো- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ -"ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) নামাযে প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তলন করতেন।" আলবানী স্বয়ং সনদটিকে সহিহ বলেছেন এ কিতাবের তাহক্বীকে।

Scanned by CamScanner

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ আমলটির সহিহ হাদিস দ্বারা আমরা কিছু পদ্ধতি ইতিমধ্যে পেলাম। আমরাও একটি পদ্ধতির উপর আমল করছি বর্তমানের লা-মাযহাবীরাও একটি পদ্ধতির উপর আমল করছে। আমরা প্রথম অবস্থায় তাদের বিরোধিতা করিনি, কিন্তু তারা যখন আমাদের নামাযকে রাসুল (ﷺ)'র সুন্নাত মুতাবেক নয় বলে ফাতওয়া দেয়া শুরু করলো, তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে না কলম ধরে থাকতে পারলাম না। হাত তোলার ব্যাপারে এত এখতিলাফ থাকার কারনে হানাফিরা বিখ্যাত মুজতাহিদ ফকীহ সাহাবিদের বর্ণিত হাদিস,তাদের আমলকে এবং মুজতাহিদ তাবেয়ীদের আমলঃ ক গ্রহন করেছে। রফে ইয়াদাইন না করার হাদিস কম বেশী থাকার উপর ভিত্তি করে নয়।

* রফে ইয়াদাইন না করার তৃতীয় কারন ঃ

সাহাবিদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বড় ফকিহ তারা কেউই এ কাজটি রাসূল সর্বশেষ করছেন বলে উল্লেখ করেন নি, এমনকি তারা নিজেরাও রফে ইয়াদাইন করতেন না, তাহলে কী আমরা তাদের চেয়ে সুন্নাত বেশী বুঝি? রাসুল (ﷺ) এর পর সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এবং সাহাবিদের তবকার পরেও তার ছাত্ররাই সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। যেমন ইমাম শা'বী [৫৭](ওফাত ১০৪হি.)বলেন-

عَنِ الشعبي قَالَ: كان الفقهاء بعد أصحاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكوفة فِي أصحاب عبد اللَّه بْن مسعود، وهؤلاء، علقمة بْن قيس النخعي، وعبيدة بْن قيس المرادي ثم السلماني، وشريح بْن الحارث الكندي، ومسروق بْن الأجدع الهمداني ثم الوادعي.

-"নবি করিম (ﷺ) এর সাহাবার পরে কুফায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদে(رضي الله عنه)'র শিষ্যরা সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। তাদের নামের তালিকা হল, হযরত আলকামা ইবনে কায়স নাখঈ, উবায়দা ইবনে কায়স মুরাদী সালমানী, শুরাইহ ইবনে হারেস কিন্দী, মাসরুক ইবনে আজদা হামদানী ওয়াদি'য়ী।"[৫৮] দেখুন! উক্ত সাহাবি সবসময় রাসুল (ﷺ) এর পাশে থাকতেন, ইলমে ক্বিরাত, এবং ফিক্হ এ তার সমতুল্য কেউই ছিল না। অথচ তিনি রফে ইয়াদাইন করতেন না। নিম্নের হাদিসগুলো দেখুন-

দলিল নং-৪৮

প্রথম বর্ণনা ঃ যেমন তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত.৯৫হি.) বলেন,

---

৫৭.উক্ত তাবেয়ী ইমাম নিজেই বলেছেন আমি ৫০০ শত এর চেয়েও বেশী সাহাবিদের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছি, (সুত্র ঃ ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৬/৪৫০পৃ. যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ১/৮১পৃ.

৫৮.খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ : ১২/২৯৯পৃ. মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ২০/৩০৪পৃ. যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৫৬পৃ.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَسْتَفْتِحُ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতেন, এরপর আর হাত উঠাতেন না।"[৫৯] এ হাদিসটির একাধিক সনদ বা সুত্র রয়েছে, যা নিম্নে দেয়া হল-

দলিল নং-৪৯-৫০

দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ এ হাদিসটি ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত.২১১ হি.}এভাবে বর্ণনা করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি তাবেয়ি হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত হুসাইন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি তাবেয়ি ইবরাহিম নাখয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রথম তাকবীরেই শুধু হাত উঠাতেন, তারপর আর হাত উঠাতেন না।"[৬০] উক্ত হাদিসের সমস্ত রাবি বিশ্বস্ত এমনকি সহিহ মুসলিম শরিফের রাবির ন্যায়।

দলিল নং-৫১

তৃতীয় বর্ণনা ঃ এ হাদিসটির আরেকটি সুত্র ধারা ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত.২১১ হি.}এভাবে বর্ণনা করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি তার শায়খ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত হুসাইন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি তাবেয়ি ইবরাহিম নাখয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে উপরের অনুরুপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[৬১]

উক্ত হাদিস থেকেও প্রমানিত হয়ে গেল যে এত বড় মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবি হওয়া সত্তেও তিনি এ আমলটি করতেন না, আমরা কী তাঁর চেয়ে বেশী সুন্নাত বুঝে গেলাম? নাউযুবিল্লাহ! এবার আমরা এ সাহাবীদের বর্ণনা দেখবো।

***আমরা রফে ইয়াদাইন না করার চতুর্থ কারন ঃ**

রাসূল (ﷺ) এর বিশিষ্ট সাহাবীগন মহা নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এ কাজটি করতেন না মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হলো তাদের বর্ণনা নিম্নরুপ।

---

৫৯. ইমাম আবি শায়বাহ,আল-মুসান্নাফ:১/২১৩পৃ.হাদিস:২৪৪৩

৬০. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ : ২/৭১পৃ. হাদিস : ২৫৩৩, মাকতুবাতুল ইসলামী,বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০৩হি.

৬১. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ: ২/৭১পৃ. হাদিস : ২৫৩৪, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০৩হি.

Scanned by CamScanner

দলিল নং-৫২-৫৯

বর্ণনা নং-১ ঃ অপরদিকে ইবনে মাসউদ (রা.) রাসুল (ﷺ)'র নামাজপদ্ধতি বর্ননা করেন এভাবে-

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

-"ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) যথাক্রমে.....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ﷺ) এর নামাজ পদ্ধতি শিখাবো না? অত:পর তিনি নামাজ পড়ালেন কিন্তু প্রথম তাকবীরে ছাড়া আর হাত উত্তলন করলেন না।"[৬২] ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাদিসটি সহিহ, আল্লামা শাকের বলেন খোদ আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে হাযম হাদিসটি সর্ম্পেকে বলেন-

وهذا الحديث صحيح صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وما قالوا فى تعليله ليس بعلة-

"এ হাদিসের সনদ সহিহ। ইবনে হাযমসহ অনেক হাফেজে হাদিস একে সহিহ বলেছেন। অন্যরা এতে যেসব 'ইল্লত' (ত্রুটির কারন) সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো আদৌ কোন 'ইল্লত'ই নয়।"[৬৩] আমাদের প্রশ্ন হলো এ হাদিসটির কোন রাবিটি দুর্বল আমাদেরকে বলুন।

সনদের ব্যাপারে আহলে হাদিসদের তাহক্বীক ঃ এ সনদটির ব্যাপারে আমি আর কি বলবো স্বয়ং আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম তারা যাকে মুহাদ্দিসে আজম বানিয়েছে সে আলবানী হাদিসটির সনদকে দ্বঈফ, বা হাসান নয় বরং সহিহ বলেছেন।[৬৪] ইবনে হাযমের এ তাহক্বীককেও আলবানী তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন এভাবে -

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: " حديث حسن "،

وقال ابن حزم: إنه " صحيح ، وقوّاه ابن دقيق العيد والزيلعي والتركماني

---

৬২ .তিরমিজী, আস্ সুনান, ২/৪০পৃ. হাদিস,২৫৭, আবু দাউদ, আস্ সুনান, ১/১৯৯পৃ. হাদিস : ৭৪৮, সুনানে-নাসায়ী, ২/১৮২পৃ. হাদিস : ১০২৬, আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, ১/২১৩পৃ. হাদিস : ২৪৪১, আহমদ, আল মুসনাদ, ১/৩৮৮পৃ., নাসায়ী, আস্ সুনানে কোবরা, ১/২২১পৃ. হাদিস : ৩৫১, তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল আছার, ১/২২৪পৃ. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/২৬১পৃ. হাদিস : ৯২৯৮.

৬৩ আল্লামা আহমদ মুহম্মদ শাকের : শরহু তিরমিযী ঃ শরহু জামে তিরমিজী : ২/৪১পৃ.

৬৪ . আলবানী, সহিহুল সুনানে তিরমিজী, হাদিস নং-২৫৭

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

-"আমি বলি এ হাদিসের সনদটি মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে সহিহ, তবে ইমাম তিরমিযি হাসান বলেছেন, ইমাম ইবনে হাযম বলেন নিশ্চয় এ হাদিসের সনদটি সহিহ। এবং ইবনে দাকিকুল ঈদ, যায়লাঈ, তুরকানী সনদটিকে শক্তিশালী বলেছেন।"[৬৫] এ হাদিসটির অসংখ্য সনদ রয়েছে তার মধ্যে প্রসিদ্ধ সনদ বর্ণনা গুলো নিম্নে দেয়া হবে, তবে মতনের অনুবাদ কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় বিস্তারিত উল্লেখ করিনি।

দলিল নং-৫৯

বর্ণনা নং-২ঃ উক্ত সাহাবি থেকে ইমাম নাসায়ি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত.৩০৩ হিজরী.} এ শব্দে সহিহ্ সনদ সংকলন করেছেন যা মুসলিমের ন্যায় মর্যাদা রাখে।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ

-"সুয়াইদ বিন নাছর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি সুফিয়ান সাওড়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি আসেম বিন কুলাইব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত আলকামা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আর তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ﷺ) এর নামাজ পদ্ধতি শিখাবো না? তিনি বললেন রাসূল (দ.) নামাযে দাঁড়াতেন কিন্তু শুধু প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তলন করতেন তারপর আর হাত উত্তলন করতেন না।"[৬৬]

সনদ পর্যালোচনা ঃ এ সনদটির ব্যাপারে আমি নতুন করে কি বলবো স্বয়ং আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[৬৭]

দলিল নং-৬০-৬১

أَخْبَرَنَا বর্ণনা নং-৩ ঃ ইমাম নাসায়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আরেকটি সনদ সংকলন করেন এভাবে-

مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ

---

৬৫ . আলবানী, সহিহুল আবি দাউদ, ৩/৩৩৮পৃ.হাদিস নং-৭৩৩, মুয়াস্সাতু গার্‌রাস লিল নশর ওয়াল তাওজীহ, কুয়েত, প্রকাশ-১৪২৩হি.

৬৬. নাসায়ী, আস্-সুনান : ২/১৮২পৃ. হাদিস নং-১০২৬, মাকতুবাতুল মাতবুয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, হলব, প্রকাশ-১৪০৬ হি.

৬৭. আলবানী, সহিহুল সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং-১০২৬

Scanned by CamScanner

الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

-"ইমাম নাসায়ী (রহ.) তার শায়খ মাহমুদ বিন গায়লানুল মারওয়াজী (রহ.) থেকে তিনি বলেন আমি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি বলেন আমি সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) থেকে তিনি আসেম বিন কুলাইব থেকে তিনি আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহ.) থেকে তিনি হযরত আলকামা (রহ.) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে উপরের হাদিসের ন্যায় শব্দে বর্ণনা করেছেন।"[৬৮]

সনদ পর্যালোচনা : এ সনদটিকে আহলে হাদিস আলবানী সহিহ বলেছেন।[৬৯]

দলিল নং-৬২

বর্ণনা নং-৪ ঃ ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেন এভাবে-

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً

-" ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন আমি ইমাম উসমান বিন আবি শায়বাহ (রহ.) থেকে তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি বলেন আমি সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে তিনি আসেম বিন কুলাইব (রহ.) থেকে তিনি আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহ.) থেকে তিনি হযরত আলকামা (রহ.) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে উপরের হাদিসের ন্যায় শব্দে বর্ণনা করেছেন।"[৭০]

সনদ পর্যালোচনা ঃ এ সনদটিকেও আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিসে আজম আলবানি স্বয়ং হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন।[৭১] দলিল নং-৬৩

বর্ণনা নং-৫ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) ওফাত.{২৩৫হি.} হাদিসটি এ সনদে সংকলন করেন এভাবে-

---

৬৮. নাসায়ী, আস্-সুনান:২/১৯৫পৃ. হাদিস নং-১০৫৮, মাকতুবাতুল মাতবুয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, হলব, প্রকাশ-১৪০৬ হি.ও নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ১/৩৩২পৃ. হাদিস ঃ ৬৪৯, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ,১৪২১হি.।

৬৯. আলবানী, সহিহুল সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং-১০৫৮

৭০ আবূ দাউদ,আস্-সুনান,১/১৯৯পৃ.হাদিস ঃ ৭৪৮

৭১. আলবানী,সহিহুল সুনানে আবি দাউদ,হাদিস নং-৭৪৮

Scanned by CamScanner

نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

-" ইমাম আবু শায়বাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি ইমাম ওয়াকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি বলেন, আমি হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আসেম বিন কুলাইব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আলকামা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে উপরের হাদিসের ন্যায় শব্দে বর্ণনা করেছেন।"[৭২]

সনদ পর্যালোচনা ঃ এ সনদটির ব্যাপারে আলবানী যেহেতু সনদকে দ্বঈফ বা হাসান নয় বরং সহিহ বলেছেন, সে অনুপাতে এটিও সহিহ কারন ইমাম আবি শায়বাহ ছাড়া সকলেই সুনানে আবূ দাউদের রাবি।

দলিল নং-৬৪

বর্ণনা নং-৬ ঃ ইমাম ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ওফাত.{২৫৬হি.} হাদিসটি এ সনদে সংকলন করেন এভাবে-

وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً

-" ইমাম বুখারি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যথাক্রমে হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি আসেম বিন কুলাইব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত আলকামা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ﷺ) এর নামাজ পদ্ধতি শিখাবো না? অত:পর তিনি নামাজ পড়ালেন কিন্তু প্রথম তাকবিরে ছাড়া আর হাত উত্তলন করলেন না।"[৭৩]

সনদ পর্যালোচনা ঃ এ সনদটিও সহিহ তাতে কোন সন্দহ নেই, কারন উপরের হাদিসের ন্যায় এ সনদটির রাবির এক।

দলিল নং-৬৫

বর্ণনা নং-৭ ঃ ইমাম আবূ ই'য়ালা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত.৩০৭হি.} ইতিপূর্বের সনদগুলোর মত একটি সনদ এভাবে বর্ণনা করেন-

---

৭২ ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসনাদ,১/২১৯পৃ.হাদিস ঃ ৩২৩, দারুল ওতন, রিয়াদ, সৌদি, প্রকাশ,১৯৯৭খৃ.

৭৩. ইমাম বুখারী, কুররাতুল আইনাইনে বি রফেউল ইয়াদাইন ফিস্- সলাত, ২৮পৃ. হাদিস ঃ ৩১, দারুল আরকাম লিল নশর ওয়াল তাওজীহ, প্রকাশ ঃ ১৯৮৩খৃ.

Scanned by CamScanner

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ إِلَّا مَرَّةً [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

-"ইমাম আবু ই'য়ালা (রহ.) তার শায়খ জুহাইর (রহ.) থেকে তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি বলেন আমি সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে তিনি আসেম বিন কুলাইব (রহ.) থেকে তিনি আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহ.) থেকে তিনি হযরত আলকামা (রহ.) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে..... ।"[৭৪]

সনদ পর্যালোচনা ঃ এ কিতাবের তাহকীকে শায়খ হুসাইন সালেম আসাদ সনদটিকে সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। (শামিলা)

দলিল নং-৬৬

বর্ণনা নং-৮ ঃ ইমাম আবূ ই'য়ালা (রহ.) {ওফাত.৩০৭হি.} ইতিপূর্বের সনদগুলোর মত আরেকটি সনদ এভাবে বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً

-"ইমাম আবু ই'য়ালা (রহ.) তার শায়খ আবি খায়ছামা (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান সাওড়ী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আসেম বিন কুলাইব (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আলকামা (রহ.) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে..... ।"[৭৫]

সনদ পর্যালোচনা ঃ এ কিতাবের তাহক্বীকে শায়খ হুসাইন সালেম আসাদ সনদটিকে সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

দলিল নং-৬৭

বর্ণনা নং-৯ঃ ইমাম বাগভী (রহ.) {ওফাত.৫১৬হি.} এ হাদিসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে উপরোক্ত সনদে এ হাদিসটি সংকলন করেন।[৭৬]

---

৭৪ .ইমাম আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ৮/৪৫৩পৃ. হাদিস ঃ ৫০৪০, দারুল মামুন লিল তুরাস, দামেস্ক, প্রকাশ-১৪০৪হি.।

৭৫ .ইমাম আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ৯/২০৩পৃ. হাদিস ঃ ৫৩০২, দারুল মামুন লিল তুরাস, দামেস্ক, প্রকাশ-১৪০৪হি.

৭৬. ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ,৩/২৪পৃ. হাদিস ঃ ৫৬১, মাকতুবাতুল ইসলামী, দামেস্ক, প্রকাশ, ১৪০৩হি.

www.sahihaqeedah.com
Scanned by CamScanner

দলিল নং-৬৮

বর্ণনা নং-১০ ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত.১৫০হিজরী.} এ হাদিসটির আরেকটি সুত্র সংকলন করেছেন এভাবে-

أَبُو حَنِيفَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَعُودُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

-"ইমাম আবু হানিফাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার শায়খ হাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)থেকে, তিনি তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে তিনি তাবেয়ি আলকামা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম তাকবীরেই শুধু হাত উঠাতেন এরপর আর রফে ইয়াদাইন করতেন না।"[৭৭]

দলিল নং-৬৯

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি){ওফাত.২৪১হি.} এ হাদিসের সনদটিকে এভাবে বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً

-"তিনি ইমাম ওয়াকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তিনি বলেন আমি সুফিয়ান সাওড়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তিনি আসেম বিন কুলাইব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তিনি হযরত আলকামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে.....একইভাবে বর্ণিত।"[৭৮]

দলিল নং-৭০ ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত.২০৪হি.} এ হাদিসটি তাঁর হাদিসের গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেন

حديث علقمة قال لنا ابن مسعود يوما ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة

---

৭৭ .ইমাম আবু হানিফা, মুসনাদে আবি হানিফা, হাদিস ঃ ১৮, দারুল আদাব , মিশর।

৭৮ .ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৬/২০৩পৃ. হাদিস ঃ ৩৬৮১, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪২১হি.

Scanned by CamScanner

-"হযরত আলকামা ইবনে কায়েস নাখঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন।"[৭৯]

দলিল নং-৭১

ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত.৪৫৮হি.}এ হাদিসটি এভাবে সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ: لَأُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

-"ইমাম বায়হাকি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন আমাকে ফকিহ আবু তাহের সংবাদ দিয়েছেন তাকে আবু হামেদ বিন বেলাল তাকে মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-আহমাসী তাকে ইমাম ওয়াকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আসেম বিন কুলাইব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আলকামা ইবনে কায়েস (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ﷺ) এর নামাজ পদ্ধতি শিখাবো না? অত:পর তিনি নামাজ পড়ালেন কিন্তু প্রথম তাকবীরে ছাড়া আর হাত উত্তলন করলেন না।"[৮০]

দলিল নং-৭২

১. ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) একটি হাদিস এভাবে সংকলন করেন যে -

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ.

-" হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আমি রাসুল (ﷺ) কে দেখেছি তিনি যখন নামায আরম্ভ করছেন তখন উভয় হাত উত্তলন করেছেন। পুনরায় নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে হাত তোলেন নি।"[৮১]

---

৭৯ .ইমাম শাফেয়ী, আল-মুসনাদ, ১/৭৩পৃ. হাদিস ঃ ২১৫,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৩৭০হি.

৮০ .ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/১১২পৃ. হাদিস ঃ ২৫৩১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ,১৪২৪হি.

৮১. আবু দাউদ, আস্ সুনান : হাদিস : ৭৫২

Scanned by CamScanner

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে এ হাদিসটি ব্যাপারে আহলে হাদিসগণ আপত্তি তুলেছেন আপত্তির জবাবের পূর্বে আমি বলবো উক্ত সাহাবী থেকে আরো দশটি সূত্র উপস্থাপন করছি এবং এ সাহাবির অন্য ছাত্ররাও তার থেকে হাদিসটি সংকলন করেছেন।

***তাদের আপত্তিকর রাবি 'আব্দুর রাহমান ইবনে আবি লাইলা' এর গ্রহনযোগ্যতা ঃ**

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে লাইলা (রহঃ) নামক একজন তাবেয়ী। আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী সে সুনানে আবি দাউদের তাহক্বীক করতে গিয়ে তার কারনে সনদটিকে দ্বঈফ বলেছেন।[৮২] অথচ অধিকাংশ গ্রহনযোগ্য মুহাদ্দিস তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেছেন।

১. ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ، أَبُو عِيْسَى الأَنْصَارِيُّ، الكُوْفِيُّ، الفَقِيْهُ، -"তিনি ছিলেন ইমাম, হাফেজুল হাদিস, তার উপনাম আবু ঈসা আনসারী, তিনি কুফায় অবস্থান করতেন, তিনি একজন ফকীহও ছিলেন।"[৮৩] যাহাবী (রহঃ) আরও বলেন ইসলামের প্রথম খলিফার যুগে জন্ম গ্রহন করেন, তিনি সাহাবীদের মধ্যে হযরত উমর, আলী, আবু যার গিফারী, ইবনে মাসউদ, বেলাল, উবাই ইবনে কা'ব, ছুহাইব, কায়েস বিন সা'দ, আইয়্যুব আনসারী, মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) সহ অনেক সাহাবী থেকে হাদিস শুনেছেন।[৮৪] ইমাম আজলী (রহঃ) {ওফাত.২৬১হি.} বলেন তিনি একজন সিকাহ বা বিশ্বস্ত লোক ছিলেন।[৮৫] ইমাম আবু হাতিম(রহঃ)এবং ইবনে হিব্বানও তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন।[৮৬]

দলিল নং-৭৩-৭৪

২.ইমাম আবি শায়বাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন-

---

৮২ .আলবানী, দ্বঈফু সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৭৫২

৮৩ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা,৪/২৬২পৃ. মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০৫হি.

৮৪ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা,৪/২৬২পৃ. মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০৫হি.

৮৫ .আজলী, আস্-সিকাত,১/২৯৮পৃ. ক্রমিক. ৯৭৮, মাকতাবায়ে দারুল বায, মক্কাতুল মুকার্‌রামা, সৌদি।

৮৬ .হাইসামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ,১/২১৮পৃ. ইবনে হিব্বান, আস্-সিকাত, ৫/১০০পৃ. ক্রমিক. ৪০৪২

www.sahihaqeedah.com
Scanned by CamScanner

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَفْرُغَ

-"হুযুর (ﷺ) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন স্বীয় উভয় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর নামায থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে তুলতেন না।"[৮৭]

সনদ পর্যালোচনা ঃ আহলে হাদিস আলবানীর আপত্তি হল এ সনদে "ইবনে আবি লাইলা" নামক রাবি রয়েছেন। তাই সে সুনানে আবু দাউদের তাহক্বীক করতে গিয়ে এ সনদটিকে দ্বঈফ বলেছেন।[৮৮] যার জবাব ইতিপূর্বে দিয়ে এসেছি।

দলিল নং-৭৫ ঃ ৩. ইমাম দারেকুতনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، فِي هَذَا الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُ قَوْمًا مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ

-"ইমাম দারেকুতনী যথাক্রমে.....হযরত ইবনে আবি লাইলা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি বলেন আমি হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি আর সে সময় তারা একটি কওমের মজলিসে বসা ছিল, আর সেখানে সাহাবী হযরত কা'ব বিন উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও বসা ছিলেন। আর তিনি বলেছিলেন রাসূল (ﷺ) নামাযের শুরুতে প্রথম তাকবীরেই শুধু হাত উত্তলন করতেন।"[৮৯]

দলিল নং-৭৬

৪. ইমাম দারেকুতনী (রহ.) আরেকটি সনদ সংকলন করেন এভাবে-

عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ

-" হযরত বারা (রা.) তিনি নবি করিম (ﷺ) কে দেখেছেন, যখন হুযুর (ﷺ) নামায শুরু করেন উভয় হাত এ পরিমাণ তুললেন যে, তা কান দ্বয়ের সমান্তরাল হয়ে গেল। অতঃপর

---

৮৭. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ- ১/২১৩ পৃ, হাদিস নং- ২৪৪০, মাকতাবায়ে রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, এবং ইমাম তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল আছার- ১/২২৪পৃ, হাদিস নং- ১১৩১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৮৮. আলবানী, দ্বঈফু সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ৭৫০

৮৯. সুনানে দারেকুতনী, ২/৪৮পৃ.হাদিস ঃ ১১২৭

Scanned by CamScanner

নামায থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে আর কোন ক্ষেত্রেই হাত উত্তোলন করেন নি।"[৯০]

দলিল নং-৭৭

৫.ইমাম দারেকুতনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদিসটির আরেকটি সুত্র বর্ণনা করেছেন এভাবে-

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا لُوَيْنٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، مِثْلَهُ

-"ইমাম দারেকুতনী যথাক্রমে....তাবেয়ী হযরত আদি বিন সাবিত (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে তিনি হযরত বারা ইবনে আযেব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণনা করেন উপরের মতনের মত।"[৯১]

দলিল নং-৭৮

৬.ইমাম দারেকুতনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদিসটির আরেকটি সুত্র বর্ণনা করেছেন এভাবে-

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ

-" নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন উভয় হাত দু'কানের কাছা কাছি তুলতেন। এরপর পুনরায় হাত আর তুলতেন না।"[৯২]

দলিল নং-৭৯

৭.ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি){ওফাত.২১১হি.} আরেকটি সনদ বর্ণনা করেছেন এভাবে-

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَا تُعِدْ لِرَفْعِهَا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি তার শায়খ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি ইয়াযিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি আব্দুর রাহমান বিন আবি লাইলা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তিনি বলেন রাসূল (দ.) শুধু নামাযে

---

৯০. ইমাম দারেকুতনী, আস- সুনান, ১/২৯৩ পৃ,হাদিস ঃ ১১২৯,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৯১. ইমাম দারেকুতনী, আস- সুনান, ১/২৯৩ পৃ,হাদিস ঃ ১১৩০, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৯২. ইমাম দারেকুতনী, আস- সুনান, ১/২৯৩ পৃ,হাদিস ঃ ১১৩২, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

একবার হাত তুলতেন।"[৯৩] পাঠকবৃন্দ! সর্বমোট এই সাহাবী থেকে ১০টিরও বেশী সূত্র ধারা পাওয়া গেল। ইমাম আবূ দাউদ তার সংকলিত সনদের ব্যাপারে নিরবতা পালন করেছেন। তাই আমি বলবো, আলবানী তার আবু দাউদে তাহকীকে দ্বঈফ বলার কোন ভিত্তি নেই।

দলিল নং-৮০

৮.ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদিসটির আরেকটি সুত্র বর্ণনা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন উভয় হাত দু'কান কাছে তুলতেন। এরপর আর পুনরায় হাত আর তুলতেন না।"[৯৪]

দলিল নং-৮১

৯.ইমাম বাগভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত.৫১৬হি.} এ হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

وَرُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

-"ইমাম বাগভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন হযরত ইয়াযিদ বিন আবি যিয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে বর্ণিত আছে তিনি হযরত আব্দুর রাহমান বিন আবি লাইলা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি এ হাদিসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে উপরোক্ত মতনে এ হাদিসটি সংকলন করেন।"[৯৫]

দলিল নং-৮২

১০.ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি){ওফাত.৪৫৮হি.} এ হাদিসটি এভাবে সংকলন করেন-

حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ

---

৯৩. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/৭০পৃ, হাদিস নং- ২৫৩১.মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন,প্রকাশ.১৪০৩ হি.

৯৪. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ১/২০০ পৃ, হাদিস নং- ৭৫০, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৯৫ ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৩/২৪পৃ. হাদিস ঃ ৫৬১, মাকতুবাতুল ইসলামী, দামেস্ক, প্রকাশ, ১৪০৩হি.

Scanned by CamScanner

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ

-"আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইয়াযিদ ইবনে আবি যিয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) যথাক্রমে.....আব্দুর রাহমান বিন আবি লাইলা (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন আমি রাসূল (ﷺ) কে দেখেছি তিনি যখন নামায আরম্ভ করতেন, তখনই শুধু স্বীয় হাত মোবারক উঠাতেন।"[৯৬]

দলিল নং-৮৩ ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا-

"রাসূল (ﷺ) যখন নামায আরম্ভ করতেন, তখনই শুধু তিনি স্বীয় হাত উপরের দিকে প্রসারিত করতেন।"[৯৭]

পাঠকবৃন্দ! এই হাদিসে শুধু রাসূল (ﷺ) নামাযের তাকবীরে তাহরিমার সময়ই শুধু হাত উত্তোলন প্রমাণিত হলো। ইমাম আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদিসের সনদের ব্যাপারে নিরব ছিলেন, আর আহলে হাদিসদের নাসীরুদ্দীন আলবানী দুটি গ্রন্থের তাহকীকে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

***রফে ইয়াদাইন না করার ৫ম কারন ঃ**

আমরা এখন দেখবো, চার খলিফা এ আমলটি করতেন কি না? তাই তাদের অনুসরন করা আমাদের জন্য সুন্নাত যেমন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ইরবাদ বিন সারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্নিত রাসুল (ﷺ) বলেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

-"তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার চার খলিফার সুন্নাতকে আকরে ধর।"[৯৮] অন্য আরেক বর্ননায় হযরত হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্নিত রাসূল (রাহিমাহুল্লাহ) ইরশাদ করেন-

---

৯৬. ইমাম বায়হাকী, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার,১/৪১৮পৃ.হাদিস ঃ ৩২৬২

৯৭. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান- ১/২০১পৃ, হাদিস নং- ৭৫৩, ইমাম তিরমিজী, আস-সুনান, ১/৩১৯পৃ. হাদিস ঃ ২৩৯, সূয়তি, জামেউস-সগীর, পৃ, হাদিস নং- ৬৭৬৫, আলবানী, সহিহুল আবি দাউদ, হা- ৭৩৫.

৯৮ আহমদ,আল-মুসনাদ, ৪/১২৬পৃ. হাদিস : ১৭২৭৫-৭৬, আবু দাউদ, আস্-সুনান :৫/১৩পৃ.হাদিস,৪৬০৭, তিরমিযী, আস্-সনান, ৫/৪৩পৃ. হাদিস : ২৬৭৬, ইবনে হিব্বান, আস্-সহিহ, ১/১৭৮পৃ. হাদিস : ৫, দারেমী, আস্-সুনান, ১/৫৭ পৃ, হাদিস- ৯৫, খতিব তিবরিযী, মিশকাত, কিতাবুল ইতিসাম, ১/৪৫ পৃ, হাদিস- ১৬৫, বায়হাকী, আস্-সুনানুল

Scanned by CamScanner

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.

_"আমার পরে তোমরা আবু বকর এবং উমর (ﷺ) কে অনুসরন করবে।"[৯৯] তাই রাসূল (ﷺ) এর এ হাদিসের আদেশ মোতাবেক তাঁদের (চার খালিফার) অনুসরন করাও আমাদের জন্য সুন্নাত। তাই তারা যদি রফে ইয়াদাইন না করে থাকেন তাহলে আমাদের জন্য না করাটাই সুন্নাত। তাই এখন আমরা দেখবো চার খলিফা এ কাজটি করতেন, নাকি করতেন না।

দলিল নং-৮৪-৮৯ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) হতে বর্নিত তিনি বলেন,-

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ» وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

_"আমি রাসুল (ﷺ) ,হযরত আবু বকর, এবং হযরত উমর (ﷺ) এর সাথে নামাজ পড়েছি, তারা নামাজ শুরু করার সময় ব্যতিত আর নামাজে হাত উত্তলন করতেন না।"[১০০] এ হাদিস থেকে রাসুল (ﷺ), আবু বকর, উমর (ﷺ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) এর যথা মোট চারজনের নামাজ পদ্ধতি জানতে পারলাম। উক্ত হাদিস সম্পর্কে মুফতি আমিমুল ইহসান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, "আবু ই'য়ালা, দারেকুতনী এবং বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি 'হাসান'।" উক্ত হাদিসটি সহিহ না হয়ে 'হাসান' হওয়ার কারণ আছে তাহলো "মুহাম্মদ ইবনে জাবের হানাফী" রাভী রয়েছেন শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই তাকে পান্ডুলিপি দেখে এবং তাকে তালকীন (স্মরণ করিয়ে) দিতে হতো। উক্ত হাদিস সম্পর্কে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন- "দারেকুতনী, যাইলায়ী, হাইসামী, প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদিসটিকে

কোবরা, ১০/১১৪ পৃ, ও শুয়াবুল ঈমান, ৬/৬৭ পৃ, হাদিস- ৭৫১৫-৭৫১৫, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/১৮১ পৃ, হাদিস- ১০২.

৯৯ .সুনানে তিরমিযি, ৬/৫০ পৃ, হাদিস:৩৬৬২ এবং হাদিস:৩৮০৫, সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদিস : ৯৭,মুসনাদে আহমদ, হাদিস:২৩৩০৫, বায়হাকী, আস্-সুনানুল কোবরা, ৫/১২ পৃ, এবং ৮/১৫৩ পৃ. হাকেম নিশাপুরী, আল্-মুস্তাদরাক, ৩/৭৫পৃ,

১০০ দারেকুতনী, আস্ সুনান : ১/২৯৫পৃ. হাদিস : ১১৩৩, আবু ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, ৮/৪৫৩পৃ. হাদিস : ৫০৩৯, বায়হাকি, আস্-সুনানুল কোবরা : ২/৭৯পৃ. হাদিস : ২৫৩৪, হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ : ২/১০১পৃ. হাদিস:২৫৮১, আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল-আছার, ১/১৮৪পৃ. হাদিস : ৪৭২, ই.ফা.বা, আলাউদ্দিন তুরকামানী, যাওয়াহিরুন নকী, ২/৭৮ পৃ.

Scanned by CamScanner

যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।"[১০১] সবচেয়ে অবাক হলাম! তিনি বিভিন্ন ইমামদের ভুয়া নাম দিয়ে হাদিসটিকে দ্বঈফ প্রমাণ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। অথচ কেউ তাদের গ্রন্থে হাদিসটিকে দ্বঈফ শব্দটিই বলেন নি। আর যদি বলেই থাকেন তাহলে তাদের কিতাবের উদ্ধিতি দিলেন না কেন?

আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী (রহঃ) বলেন-

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ الْيَمَامِيُّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ، وَكَانَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ.

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম আবু ই'য়ালা (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। আর উক্ত সনদে মুহাম্মদ ইবনে জাবের হানাফি রয়েছেন আর তার হাদিসে সংমিশ্রন (সহিহ, হাসান, দ্বঈফ) রয়েছে। আর তাকে তালকিন দেয়া হতো (শেষ কালে অন্ধ হওয়ার কারণে) অর্থাৎ তাকে দরস দেয়ার পূর্বে স্মরণ বা শিক্ষা দিতে হতো এবং তিনি ও শিক্ষা দিতেন।"[১০২] তার সম্পর্কে ইমাম মিয্‌যী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি আঠার জনেরও বেশী তাবেঈ থেকে হাদিস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। তার থেকে ৩৭ জনেরও সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাদিস শুনেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী, ইমাম শু'বা, ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ ইমামগণ। একটি বিষয় লক্ষনীয় ইমাম শু'বা (রাহিমাহুল্লাহ) কোন দুর্বল রাবী থেকে কোন রেওয়ায়েত করতেন না।[১০৩] তার সম্পর্কে আমর বিন আলী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন صدوق -"তিনি সত্যবাদী ছিলেন। ইমাম আবু হাতেম বলেন, আমি আমার পিতা ও মুহাদ্দিস আবু যারওয়া (রাহিমাহুল্লাহ) কে বলতে শুনেছি, মুহাম্মদ বিন জাবেরের হাদিস الاصل -"তার হাদিসের ভিত্তি আছে।" ইয়ামীনবাসী ও মক্কাবাসী তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন। তারা উভয়ে বলেন- صدوق -"তিনি সত্যবাদী ছিলেন।" ইমাম আবু যারওয়া বলেন-

قال أبو زرعة محمد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العلم

-"মুহাম্মদ বিন জাবেরের হাদিসের ব্যাপারে আহলে ইলমগণ (মুহাদ্দিসগণ) নিরবতা পালন করেছেন।" ইমাম আবু হাতেম বলেন, আমার পিতা তার সম্পর্কে বলেছেন, آخر عمره وساء حفظه -"সে শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তাই তার স্মরণ শক্তিতে ত্রুটি

---

১০১. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, (অনুবাদ) ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৮৪ পৃ, টিকা নং- ৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর,২০১০ইং।

১০২. ইমাম হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ২/১০১ পৃ, অধ্যায়- রফে'উল ইয়াদাইন।

১০৩. ইমাম মিয্‌যী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০ পৃ, রাভী- ৫৬৯৭, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব,৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬.

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

পাওয়া গিয়েছিল।" ইবনে হাজার আসকালানি ও ইমাম মিয্যি (রহ.) বলেন ইমাম আবু হাতেম আরও বলেন-

قال وسئل أبي عن محمد بن جابر وابن لهيعة فقال محلهما الصدق

-"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, আমার পিতাকে ইবনে লাহিয়াহ এবং উক্ত রাভী সম্পর্কে প্রশ্নে করলে তিনি বলেন তারা উভয়েই সত্যবাদী ছিলেন।" তারপর আরও বলেন- محمد بن جابر أحب إلي من ابن لهيعة -"আমার কাছে ইবনে লাহিয়াহ থেকে মুহাম্মদ ইবনে জাবেরই প্রিয়।"[১০৪] সর্বশেষে ইমাম মিয্যি (রহ.) বলেন, উক্ত রাভী যদি দুর্বল হতেন তাহলে আইয়্যুব, ইবনে আওন, হিশাম বিন হাস্সান, সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা এবং অন্যান্য প্রহণযোগ্য হাদিসের ইমামগণ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন না।[১০৫]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন- قال الذهلي لا بأس به -"যাহলাভী (রহ.) বলেন, তার হাদিস বর্ণনা করতে কোন অসুবিধা নেই।" ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তবে তার অন্ধ হওয়ার পূর্বের হাদিস অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।[১০৬]

তাই বুঝা গেল তিনি শক্তিশালী বর্ণনা কারী না হলেও তার হাদিস একেবারেই অগ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে ইমাম ফাল্লাস (রহ.) বলেন, "তিনি একজন সত্যবাদী রাভী, তবে কিছু ভুল করতেন। তারপরও ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য রাভীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইমাম হাম্মাদ (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারি (রহ.) ব্যতিত মুহাদ্দিসগনের একটি জামা'আত তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে কাত্তান ও আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আজলী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[১০৭] ইমাম যাহাবী (রহ.) তার সম্পর্কে বলেন- الإمام الحافظ الفقيه -"তিনি ছিলেন একজন ইমাম, হাফেজুল হাদিস, ফকীহ।"[১০৮]

দলিল নং-৯০ ঃ ইমাম বায়হাকী (রহ.) এ সনদটি এভাবে সংকলন করেন-

---

১০৪. ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০-১৬২ পৃ, রাভী- ৫৬৯৭.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব,৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬

১০৫. ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৬০-১৬২ পৃ, রাভী- ৫৬৯৭.

১০৬. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, ৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬. ক্রমিক.১১৬.

১০৭. ইবনে হাজার, তাহযীবুত-তাহযীব, ৯/৮৯পৃ. ক্রমিক.১১৬.

১০৮. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ২/১৬১ পৃ. ক্রমিক.৬৬৭, ও সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ১৩/২৮১পৃ.

Scanned by CamScanner

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

-"হযরত শায়খ আহমদ বলেছেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন যাবের (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন তাকে হাম্মাদ বিন সুলাইমান তাকে তাবেয়ী ইবরাহিম নাখয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে, আলকামা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, আর তিনি বলেন আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে নামাজ পড়েছি,তারা সলাত শুরু করার সময় ব্যতিত আর নামাজে হাত উত্তলন করতেন না।"[১০৯]

দলিল নং-৯১ ঃ ইমাম তাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ হাদিসটির আরও দু'টি সনদ তার কিতাবে সংকলন করেন।[১১০]

দলিল নং-৯২-৯৬

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قِطَافٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ

-"ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি ইমাম ওয়াকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি আবি বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন কিতাফীন্-নাহশাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি তার শায়খ তাবিয়ী আসিম ইবনে কুলাইব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত আলি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সালাতের প্রথম তাকবীরে তাঁর দুই হাত উঠাতেন এরপর আর উঠাতেন না।"[১১১]

উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম তাহাভী, মুফতি আমিমুল ইহসান, মুসলিম বাহলূভী, জাফর আহমদ উসমানী তাদের স্ব-স্বগ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। ইমাম যায়লাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার রচিত গ্রন্থে নাসবুর রায়্যাহ এর ১/৪০ পৃষ্ঠায় বলেন, এটি একটি সহিহ রেওয়ায়েত।

১০৯.ইমাম বায়হাক, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ২/৪২৪ পৃ, হাদিস- ৩২৮৬.(শামিলা)

১১০. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল আছার, ২/৪২৪ পৃ, হাদিস- ৩২৮৭-৩২৮৮.(শামিলা)

১১১ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/২১৩ পৃ, হাদিস- ২৪৪২. তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল আছার, ১/২২৪ পৃ, হাদিস-১৩২০. বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৮০ পৃ, হাদিস- ২৩৬৭. মুসলিম বাহলূভী, আদিল্লাতে হানা ফিয়্যাত, ১৬৭ পৃ, হাদিস- ৩৯৮. মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার- ১/১৮৪ পৃ. হাদিস- ৪৭১, ই.ফা.বা।

Scanned by CamScanner

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার الدراية গ্রন্থের ১/৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে এর সকল রাভী নির্ভরযোগ্য। التعليق الحسن 'তালিকুল হাসান' গ্রন্থে ১/১০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ এবং আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার উমদাদুল ক্বারীতে উক্ত সনদটি সহিহ মুসলিমের রাভীর ন্যায় বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রফে ইয়াদাইন করতেন না। তাহার আরেক সনদ পাওয়া যায়।

দলিল নং-৯৭-৯৯

ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন আমাকে -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

-"ইয়াহইয়া ইবনে আদম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি হযরত হাসান ইবনে আইয়্যাশ(রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনে আব্জার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি যুবাইর ইবনে আদী(রহমাতুল্লাহি আলায়হি)থেকে তিনি ইবরাহীম নাখয়ি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে নামায পড়েছি, কিন্তু তিনি যখন নামায শুরু করেছিলেন সেই সময় ব্যতীত নামাযের অন্য কোন অবস্থায় দু'হাত উত্তোলন করেন নি।"[১১২] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার الدراية (দিরায়াত ফি তাখরীজে হিদায়ার) প্রথম খন্ডের গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেন -"এ হাদিসের সমস্ত রাভী সিকাহ বা বিশ্বস্ত। মুফতি আমিমুল ইহসান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, "তাহাভী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।"[১১৩]

---

১১২. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ- ১/২১৪ পৃ.হাদিস ঃ ২৪৫৪, জাফর আহমদ উসমানী, এ'লাউস সুনান- ২/৩৯৫ পৃ, হাদিস- ৮১৬. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল- ১/১৩৪ পৃ.

১১৩. ইমাম তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল আছার, ১/২৯৪ পৃ, হাদিস- ১৩২৯. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪ পৃ, হাদিস- ২৪৫৪, মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৮৩ পৃ, হাদিস-৪৭০ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইউসূফ বাহলূভী, আদিল্লাতে হানাফিয়্যাত, ১৬৭ পৃ, হাদিস- ৩৯৭, জাফর আহমদ উসমানী, এ'লাউস-সুনান, ২/৩৯৪ পৃ, হাদিস- ৮১৫ ই.ফা.বা।

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

আল্লামা তুরকামানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম তাহাভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, "হাসান ইবনে আইয়্যাশ একজন ثِقَة (নির্ভরযোগ্য) ও তার হাদিস হুজ্জাত পর্যায়ের।" ইয়াহয়া ইবনে মুঈন ও অন্যান্য বিগত মুহাদ্দিসগণ এ মন্তব্য করেছেন।[১১৪]

পাঠকবৃন্দ্র! গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইমাম বুখারি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার "রফে ইয়াদাইন" গ্রন্থে বর্ণনা করেন তিনি আবু বকর আন-নাহশী থেকে তিনি আসিম বিন কুলাইব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথম তাকবীরে তাহরীমায় দু'হাত উঠাতেন, এরপর আর এর পুনরাবৃত্তি করতেন না।[১১৫] প্রমাণিত হলো চার খলিফার কেউই কাজটি করতেন না।

দলিল নং-১০০-১০১

হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আমল সর্ম্পেকে আরেকটি সনদ রয়েছে-

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ

-"হযরত আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখেছি, তিনি শুধু প্রথম তাকবীরে তার দু'হাত উত্তলন করতেন,তারপর পুনরায় আর উত্তলন করতেন না।[১১৬] এ হাদিসের সমস্ত রাবি সিকাহ বা বিশস্ত।"[১১৭]

দলিল নং-১০২-১০৪ ঃ হযরত আলি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সকল সাথিরা রফে ইয়াদাইন করতেন না। তাবেয়ি হযরত কাসেম ইবনে কুলাইব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন-

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْد

-"নিশ্চয় হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সালাতের প্রথম তাকবিরে তাঁর দুহাত উঠাতেন এরপর তিনি তাঁর দুহাত পুনরায় উঠাতেন না।[১১৮] এ হাদিসের সনদটি ও সহিহ তাতে কোন সন্দেহ

---

১১৪ . ইমাম তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল আছার, ১/১৩৪ পৃ. ইমাম যায়লাঈ, নাসীবুর রাইয়াহ, ১/১৩৪ পৃ.

১১৫ . ইমাম বুখারী, রফে ইয়াদাইন, ৯ পৃ, হাদিস- ৯, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১১৬.ইমাম তাহাবি, শরহে মা'য়ানীল আছার, ১/২৯৪পৃ. হাদিস:১৩২৯, আবি শায়বাহ,আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪পৃ. হাদিস : ২৪৫৪,

১১৭.ইবনে হাজার আসকালানী, আল-দিরায়াত ফি তাখরীজে হাদিসে হেদায়া, ৮৫পৃ., আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৮৩পৃ. হাদিস,৪৭০.

Scanned by CamScanner

নেই।[১১৯] উপরের হাদিস থেকে তিন খলিফার আমল বর্ণনা করা হল এছাড়া আরও হাদিস সামনে আলোচনায় আসবে।

দলিল নং-১০৫ ঃ তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এ আমলটি করতেন কী না তার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে এ প্রসঙ্গে ইমাম নীমাভী (রহঃ আলায়হি) বলেন,

واما الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم فلم يثبت عنهم رفع الايدى فى غير تكبيرة الاحرام-

-"খুলাফায়ে আরবা'আ থেকে তাকবিরে তাহরিমা ব্যতিত নামাজে অন্য কোন ক্ষেত্রে রফে ইয়াদাইন প্রমানিত নয়।"[১২০] তাই প্রমানিত হল চার খলিফা কেউই এ কাজটি করতেন না।

তাই প্রমানিত হলো রফে ইয়াদাইন না করা রাসুল (ﷺ) ও তার চার খলিফার সুন্নাত।

*রফে ইয়াদাইন না করার ৬ষ্ঠ কারন ঃ

ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, নবিজির পরে এবং সাহাবিদের পরে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর শিষ্যরা। তার পর হযরত আলি (রাঃ) এর শীষ্যরা। কিন্তু আমরা হাদিস তালাশ করে দেখি উক্ত বিখ্যাত ফকীহ সাহাবীগন ও তাদের শীষ্যরা কেউই রফে ইয়াদাইন করতেন না। দলিল নং-১০৬-১০৭

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، قَالَ وَكِيعٌ،، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ

-"তাবেয়ি হযরত আবূ ইসহাক সাবায়ি (রহঃ আলায়হি) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এর-শিষ্যগন শুধুমাত্র সালাতের উদ্বোধনের সময় ছাড়া তাদের পুনরায় হাত উঠাতেন না।"[১২১] এ হাদিসটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।

দলিল নং-১০৮

যেমন ইমাম তিরমিযি (রহঃ আলায়হি) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)'র রফে ইয়াদাইনের হাদিস বর্ণনা করে বলেন-

---

১১৮ .আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৩পৃ. হাদিস : ২৪৪২, তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল আছার, ১/২২৪পৃ. হাদিস : ১৩২০, বায়হাকি, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৮০পৃ. হাদিস : ২৩৬৭

১১৯.যায়লাঈ, নাসিবুর রায়াহ, ১/৪০৬পৃ. ইবনে হাজার, দেরায়াত, ১/৮৫পৃ. আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৮৪পৃ.হাদিস : ৫৭১,ই.ফা.বা।

১২০ .ইমাম নীমাভী, আছারুস্-সুনান, পৃ.-১৪০পৃ. হাদিস,৪০৭

১২১ .আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪পৃ. হাদিস ঃ ২৪৪৬, আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার ঃ ১/১৮৪পৃ. হাদিস ঃ ৪৭৩

Scanned by CamScanner

لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ،

-" প্রথম তাকবিরের পর আর হাত উত্তলন করবে না এটি বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর আমল বা কওল।"[১২২] অথচ তার হাদিস সিহাহ সিত্তাসহ অধিকাংশ হাদিসের কিতাবে রয়েছে এবং তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ইমামও বটে।

দলিল নং-১০৯ ঃ কুফার প্রসিদ্ব ক্বারী, আবিদ, ও আলিম হযরত আবু বকর বিন আইয়াশ (রাহিমাহুল্লাহ) যার ইলম ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে তিনি এ বিষয়ে বলেন-

قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا قَطُّ يَفْعَلُهُ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

-"আমি (কুফায়) কোন ফকিহকে কখনো তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া পুনরায় আর হাত উঠাতে দেখিনি।"[১২৩]

দলিল নং-১১০

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: كَانَ قَيْسٌ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

-"হযরত কায়স বিন আবি হাযেম (রাহিমাহুল্লাহ) নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন, এরপর আর হাত উঠাতেন না।"[১২৪] এ হাদিসের সমস্ত রাবি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

দলিল নং-১১১-১১৩

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ

-"ইমাম আব্দুল মালেক (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ইমাম শা'বী [১২৫] (রহমতুল্লাহি আলায়হি) তাবেয়ি হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী[১২৬](রাহিমাহুল্লাহ) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম আবু ইসহাক সাবিয়ী [১২৭](রহমতুল্লাহি আলায়হি) তারা

১২২.ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ১/৭৪পৃ. হাদিস ঃ ২৫৭

১২৩ .তাহাভী, শরহে মা'নীল আছার : ১/২২৭পৃ. হাদিস : ১৩৬৭

১২৪ . ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪ পৃ, হাদিস- ২৪৪৯.

১২৫ .যার আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে, যিনি ১৭ হিজরিতে জন্মগ্রহন করেছেন এবং নিজেই বলেছেন যে আমি পাঁচশত সাহাবীর দর্শনলাভ করেছি এবং হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে জন্মগ্রহন করেছেন এবং তাঁর খেদমতে দুই বছর ছিলেন। যার ওফাত হলো মাত্র ১০৪ হিজরীতে।(সূত্র ঃ বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৬/৪৫০পৃ., যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৮১পৃ.)

Scanned by CamScanner

কেহই নামাযের শুরু ব্যতীত আর হাত উত্তলন করতেন না।"[১২৮] এই হাদিসের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দলিল নং-১১৪ ঃ ইমাম শা'বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ব্যাপারে অন্য সনদের বর্ণনাও রয়েছে, ইমাম আবি শায়বাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)বলেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

-"ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি হযরত আশিয়াত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম শা'বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রথম তাকবিরে তাহরিমা ব্যতিত আর পুনরায় হাত উত্তোলন করতেন না।"[১২৯]

দলিল নং-১১৫-১১৬ ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তারা দু'জনেই ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তিনি হাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তিনি বলেন-

يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ : ارْفَعْ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِيمَا سِوَاهَا

-"নিশ্চয় তাবেয়ি হযরত ইবরাহীম নাখয়ি (রহ.) বলেছেন, নামাযের মধ্যে প্রথম বার শুধু হাত উত্তলন করা হবে, তাছাড়া আর হাত উত্তোলন করা হবে না।"[১৩০]

---

১২৬ . যিনি অনেক সাহাবিদের জিবিত অবস্থায় ফাতওয়া দিতেন, তিনি মা আয়েশা (রা.) সহ অনেক সাহাবিদের সংস্পর্শ লাভ করেছেন। হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) এস্তেফতার সিলসিলার নিজের কাছে আগত ব্যক্তিদের বলতেন,-"তোমরা কি আমার থেকে ফতওয়া তলব করছো? অথচ তোমাদের মাঝে ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) জিবিত? (সুত্র ঃ যাহাবি, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৪/৫২৩পৃ. ও তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৭৪পৃ.) দেখুন তাকে ইবনে যুবায়ের কি সম্মান করতেন। যার ওফাত হলো ৯৫ হিজরিতে। (সুত্র ঃ যাহাবি, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৭৪পৃ.)

১২৭ . যিনি নিজেই বলেন, আমি হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতের শেষের দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহন করেছি এবং আমি হযরত মাওলা আলী (রা.) কে খুতবা দিতে দেখেছি। (সুত্রঃ যাহাবি, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৫/৩৯৩পৃ.) যার ওফাত হলো ১২৭ হিজরীতে।

১২৮ . ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/২১৪ পৃ, হাদিস- ২৪৫৪.

১২৯. ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/২১৩ পৃ, হাদিস- ২৪৪৪, মাকতাবায়ে রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব।

১৩০ . ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আছার, ১/১২৬পৃ, হাদিস ঃ ৭৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, যুফারুদ্দীন বিহারী, সহিহুল বিহারী, ২/৩৯৮ পৃ, ইমাম ইউসুফ, আল্-আছার, ১/২০পৃ,হাদিস ঃ ৯৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

Scanned by CamScanner

ইতিপূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের শাগরিদগণ এ কাজটি করতেন না। বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছি। এ ছাড়া আরও বর্ণনা পাওয়া যায়।

দলিল নং-১১৭-১১৮ ঃ হযরত আলকামা বিন কায়েস[১৩১] (রা.) ও হযরত আসওয়াদ ইয়াযিদ[১৩২] (রা.) তারা রফে ইয়াদাইন করতেন না। ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِذَا افْتَتَحَا ثُمَّ لَا يَعُودَانِ

-"তিনি ইমাম ওয়াকি (রহ.) থেকে তিনি ইমাম শা'রিক (রহ.) থেকে হযরত জাবের (রা.) থেকে আর তিনি বলেন, "নিশ্চয় হযরত আসওয়াদ (রা.) ও হযরত আলকামা (রা.) নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন, এরপর আর হাত উঠাতেন না।"[১৩৩]

দলিল নং-১১৯

তাবেয়ী ইসহাক বিন আবী ইসরাঈল (রহ.) ও রফে ইয়াদাইন করতেন না।"[১৩৪]

দলিল নং-১২০ ঃ তাবেয়ী ইমাম খায়ছামা (রহ.) ও রফে ইয়াদাইন করতেন না।"[১৩৫]

দলিল নং- ১২১ ঃ বিখ্যাত তাবেয়ী আব্দুর রাহমান ইবনে আবি লাইলা (রহ.) যিনি হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের সময় জন্মগ্রহন করেছেন ইতপুর্বে যার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তার ব্যাপারে তাবে-তাবেয়ী হযরত সুফিয়ান বিন মুসলিম জুহাইনী (রহ.) বলেন-

كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ شَيْءٍ إِذَا كَبَّرَ

-"তিনি শুধু মাত্র নামাযের শুরুতে তাকবির বলে রফে ইয়াদাইন করতেন।"[১৩৬]

দলিল নং-১২২

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.){ওফাত.২১১হি.} বিখ্যাত তাবেয়ি ইবরাহিম নাখয়ি (রহ.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন-

---

১৩১ .যার কাছে সাহাবায়ে কেরাম জিবীত থাকা অবস্থায় মানুষেরা মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। যার ওফাত. হলো মাত্র ৬২ হিজরি.

১৩২ .যিনি আয়েশা (রা.), উমর (রা.), আলী (রা.), ও ইবনে মাসউদের শাগরীদ ছিলেন। যার ওফাত. হলো মাত্র ৭৫ হিজরি.

১৩৩ . ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১৪ পৃ, হাদিস- ২৪৫৩, মাকতাবায়ে রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব।

১৩৪ . দারেকতুনী, আস্-সুনান, ১/৪০০ পৃ, হাদিস- ১১২০.

১৩৫ . ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/২৩৬ পৃ, হাদিস- ২৪৪৮. তিনি এ সাথে তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহ.)'র আমলও বর্ণনা করেছেন।

১৩৬ . ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/২১৪ পৃ, হাদিস- ২৪৫১.

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), সুফিয়ান সাওরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তিনি তার শায়খ হাম্মাদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তিনি বলেন, আমি ইমাম ইবরাহিম নাখয়ি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে রফে ইয়াদাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেন নামাযে শুধু প্রথম তাকবিরেই হাত উত্তলন করবে।"[১৩৭] **দলিল নং-১২৩**

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ তাবেয়ির হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَبَّرْتَ فِي فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ، ثُمَّ لَا تَرْفَعْهُمَا فِيمَا بَقِيَ

-"ইমাম আবি শায়বাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর শায়খ হুসাইম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তিনি বলেন আমাকে হুসাইন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও মুগিরাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংবাদ দিয়েছেন তারা তাবেয়ি হযরত ইবরাহিম নাখয়ি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন 'নামায যখন শুরু করবে তখন দুই হাত উত্তলন করবে তারপর আর হাত উত্তলন করবে না'।"[১৩৮]

দলিল নং-১২৪ ঃ ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ তাবয়ির হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الافْتِتَاحَةِ الْأُولَى

-"ইমাম আবি শায়বাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার শায়খ আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তিনি হুসাইন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও হযরত মুগিরাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে, তারা তাবেয়ি হযরত ইবরাহিম নাখয়ি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন 'নামায যখন শুরু করবে তখনই শুধু দুই হাত উত্তলন করবে তারপর আর কোন অবস্থাতেই হাত উত্তলন করবে না'।"[১৩৯]

দলিল নং-১২৫ ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

---

১৩৭. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ : ২/৭১পৃ. হাদিস : ২৫৩৫, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০৩হি.

১৩৮. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ: ১/২৩৬পৃ. হাদিস:২৪৪৫, মাকতুবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি।

১৩৯. ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ:১/২৩৬পৃ. হাদিস:২৪৪৭, মাকতুবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি।

Scanned by CamScanner

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

-"আমি সুফিয়ান সাওরী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি হুসাইন (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি ইবরাহিম নাখঈ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি বলেন সাহাবি হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামাযে রফে ইয়াদাইন করতেন না।"[১৪০]

***রফে ইয়াদাইন না করার সপ্তম কারন ঃ**

দলিল নং-১২৬-১২৭ঃ সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুফাস্‌সির ও একসাথে ফকিহ্ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি নিজে রফে ইয়াদাইন করতেন না। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা তাঁর খিদমতের কারনে খুশি হয়ে তার জন্য এভাবে এভাবে দোয়া করেন-

فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

-অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের একজন ফকীহ্ বানাও।"[১৪১] রাসূলের ফাতওয়ায় যিনি একজন ফকীহ কী বলেন আমরা এখন শুনব-

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَفِي عَرَفَاتٍ، وَفِي جَمْعٍ، وَعِنْدَ الْجِمَارِ

-" তাবেয়ী হযরত আতা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ' শুধু সাত স্থানেই রফে ইয়াদাইন করা হবে, যখন নামাজে দাঁড়াবে, যখন বাইতুল্লাহ দেখবে, সাফা-মারওয়াতে আরোহন কালে, আরাফা, মুযদালিফায় অবস্থানকালে ও রমিয়ে জিমারের সময়।"[১৪২]

অপরদিকে এ হাদিসকে তিনি মারফূ {রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বানী হিসেবেও উল্লেখ দুজন সাহাবি অর্থাৎ ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমরে হাদিস পাওয়া যায়}বলে দু'টি সূত্র পাওয়া যায়।[১৪৩] তাই আমি আহলে হাদিসদেরকে বলবো আপনারা কী এত বড় সাহাবি থেকে বেশী সুন্নাত বুঝে গেলেন?

দলিল নং-১২৮ ঃ এ হাদিসটির অনূরুপ ইমাম আবু ইউসুফে (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র বর্ণনার মাধ্যমে তাবেয়ী হযরত ইবরাহিম নাখয়ি (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর নিজের বক্তব্য আমরা পায় এভাবে-

---

১৪০ ইমাম মুহাম্মদ, আল-মুয়াত্তা, ১/৫৯পৃ. হাদিস, ১১০ (শামিলা)
১৪১. সহিহ বুখারী, ১/৪১পৃ. হাদিস : ১৪৩
১৪২. আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ : ১/২৩৭পৃ. হাদিস : ২৪৬৫
১৪৩. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/৩০৪পৃ.-৩০৫পৃ. হাদিস : ১২০৭২

Scanned by CamScanner

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَافْتِتَاحِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَعَرَفَاتٍ، وَجَمْعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

-"ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তার পিতা থেকে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে, তিনি হযরত ত্বালহা (রহ.) থেকে, তিনি তাবেয়ী ইবরাহিম নাখয়ি (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সাত স্থানে শুধু হাত উত্তলন করা হবে। ১.নামাযের শুরুতে,২. বিতিরের কুনুত পড়ার পুর্বে,৩.ঈদের নামাযের তাকবিরে, ৪. হাজারে আসওয়াদের নিকটে যাওয়ার সময় ৫. সাফা-মারওয়াতে আরোহনকালে, ৬-৭. আরাফা, মুযদালিফায় অবস্থানকালে ও রমিয়ে জিমারের সময়।"[১৪৪]

অষ্টম কারন ঃ সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা কারী রফে ইয়াদাইন করতেন না ঃ

সকলেরই এই কথাটি জানা সবচেয়ে বেশী হাদিস বর্ণনা কারী সাহাবী হলেন হযরত আবু হোরায়রা (রা.) আর তিনি স্বয়ং রফে ইয়াদাইন করতেন না।

দলিল নং-১২৯-১৩০ ঃ তাবেয়ী ইমাম আবু জাফর ক্বারী (রহ.)

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ، وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ

-"নিশ্চয় হযরত আবু হোরায়রা (রা.) শুধু মাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত উত্তলন করতেন।"[১৪৫] এ হাদিসের সনদটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী সনদে ইমাম মুহাম্মদ (ওফাত.১৭৯হি.) তার গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

***এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ও আওযায়ির মাঝে বহস ঃ**

দলিল নং-১৩৭-১৩৯ ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অনেক বিবেচনা করেই রফে ইয়াদাইন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে আশা করি নিম্নের এ ঘটনাটি পড়ে।

এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আওযায়ি ঃ তিনি ইমাম আযমকে বলছেন, আপনি রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় উভয় হাত উত্তোলন করেন না কেন ?

---

১৪৪ .ইমাম ইউসূফ, আল্-আছার, ১/২০পৃ,হাদিস ঃ ১০০, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৪৫ .ইমাম মুহাম্মদ, আল্-মুয়াত্তা, হাদিস-১০৪.মাকতুবাতুল ইলমিয়্যাহ, বয়রুত (শামিলা), ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/২১৩ পৃ, হাদিস- ২৪৪৩.

Scanned by CamScanner

ইমাম আযম ঃ এ জন্যই যে, এ সব জায়গায় উভয় হাত উত্তোলন হুযূর (ﷺ) থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়।

ইমাম আওযায়ি ঃ আপনি এটা কিভাবে বললেন ? আমি আপনাকে উভয় হাত তোলার ব্যাপারে সহিহ হাদিস শুনাচ্ছি-"আমাকে ইমাম যুহরি (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি সালিম থেকে, সালিম নিজ পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) উভয় হাত তুলতেন, যখন নামায শুরু করতেন এবং রুকুর সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময়।"

ইমাম আযম ঃ আমার কাছে এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী হাদিস এর বিপরীত বিদ্যমান।

ইমাম আওযায়ি ঃ আচ্ছা! পেশ করুন।

ইমাম আযম ঃ শুনুন।

"আমার কাছে হযরত হাম্মাদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বিখ্যাত তাবেয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি হযরত আলক্বামা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং আসওয়াদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তাঁরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন- নিশ্চয়ই নবি করীম (ﷺ) শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর কখনো পুনরাবৃত্তি করতেন না।"

ইমাম আওযায়ি ঃ আমার পেশকৃত হাদিসের উপর আপনার উপস্থাপিত হাদিসের শ্রেষ্ঠত্ব কি ? যার কারণে এটা গ্রহণ করলেন, আর আমার পেশকৃত হাদিস ছেড়ে দিলেন।

ইমাম আযম ঃ এ জন্যই যে, 'হাম্মাদ' 'যুহ্‌রী'র চেয়ে বড় আলিম ও ফক্বীহ। আর ইবরাহীম নাখয়ি সালিম এর চেয়ে বড় ফক্বিহ ও আলিম। আলক্বামা 'সালিমে'র পিতা অর্থাৎ 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের' চেয়ে ইলমের ক্ষেত্রে কম নন। 'আসওয়াদ' অনেক বড় খোদাভীরু ফক্বীহ এবং উত্তম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হলেন ফক্বিহ। কিরাআতের ক্ষেত্রে এবং হুযুর পাক (ﷺ) এর সাহচর্যের ক্ষেত্রে হযরত ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনেক বড় ছিলেন। শৈশব থেকে হুযুর (ﷺ) এর সাথে থাকতেন। সুতরাং আমার হাদীসখানার রাবী আপনার হাদিসের রাবিদের চেয়ে ইলম ও মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। এ জন্যই আমার পেশকৃত হাদীস বেশি শক্তিশালি এবং গ্রহণযোগ্য। ইমাম আওযায়ি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।[১৪৬] উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাটি আমি ইমাম আওযায়ি (রহ.)

---

১৪৬ .ইমাম আবু হানিফা,মুসনাদে আবি হানিফা, ১/৯৫পৃ. হাদিস, ১৮ (শামিলা), মুসনাদে ইমামে আযম, কিতাবুস্-সলাত, পৃ.৫০, কাদীমী কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান, যুফারুদ্দীন বিহারী, সহিহুল বিহারী, ২/৩৯৮পৃ. প্রকাশ-১৯৯২খৃ. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম {ওফাত.

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner

এর সম্মানিত মর্যাদা কে ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করি নি। বরং ইমাম আযম (রহ.) না করার কারন কি তা ব্যক্ত করাই ছিল আমার মূখ্য উদ্দেশ্য।

নবম কারন ঃ **রফে ইয়াদাইন না করার আমল বেশী ছিল?**

কুফা ঃ কুফা শহরে অনেক সাহাবির অবস্থান ছিল অথচ কুফার কোন সাহাবির ছাত্র বিখ্যাত অসংখ্য তাবেয়ীরা কেউ এ কাজটি করতেন না, যার ব্যাপারে আমি ইতি পূর্বে উল্লেখ করেছি[১৪৭] যে বিখ্যাত ফকীহ তাবেয়ি আবু বকর বিন আইয়াশ (রহ.) বলেছেন আমি কুফায় কোন ফকিহকে রফে ইয়াদাইন করতে দেখিনি ! ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেছেন যে কুফা নগরিতে কেউ রফে ইয়াদাইন করতেন না।[১৪৮]

দলিল নং-১৩১

মক্কা ঃ ইসলামের অন্যতম প্রানকেন্দ্র মক্কা নগরি সেখানেও উত্তম যুগে অধিকাংশ লোক রফে ইয়াদাইন করতেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) এর ছেলে আব্বাদ (রহ.) মক্কার বিচারপতি থাকাকালিন সময়ে মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া মক্কায় (রহ.) তাশরিফ এনেছিলেন, তিনি আব্বাদের পাশে নামাযে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক উঠা নামায় রফে ইয়াদাইন করেছিলেন। তখন আব্বাদ মুহাম্মদকে বললেন যে,"নবি (ﷺ) শুধু নামাযের শুরুতে রফে ইয়াদাইন করতেন, এর পর নামাযের অন্য কোন স্থানে রফে ইয়াদাইন করেননি।"[১৪৯]

দলিল নং-১৩২ ঃ অনূরুপভাবে একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মক্কায় তাশরীফ আনলেন, মায়মুন মক্কী (রহ.) কে মক্কাতে রফে ইয়াদাইন করে নামায পড়াতে দেখে, ইবনে আব্বাসের নিকট বিস্ময় প্রকাশ করেন।[১৫০] বুঝা গেল মক্কা শহরে এ কাজটি কেউ ইতিপূর্বে করেনি বলেই বিখ্যাত তাবেয়িরা বিস্মিত হয়ে ছিলেন।

দলিল নং-১৩৩-১৩৬

৮৬১হি.] ফতহুল কাদীর, ১/৩১১পৃ. অধ্যায় ঃ ছিফাতুস সালাত, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৪৭ .এ বিষয়ে ১২৩ নং টিকা দেখুন।

১৪৮ .ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান,১/৭৪পৃ. হাদিস : ২৫৭

১৪৯ .ইমাম যায়লাঈ, নাসবুর রায়্যাহ,১/৪০৪পৃ.

১৫০ . সুনানে আবি দাউদ,১/১১৯পৃ. হাদিস নং-৭৩৯

Scanned by CamScanner

عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: حَدِيثُ وَائِلٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؟» فَقَالَ: إِنْ كَانَ وَائِلٌ رَآهُ مَرَّةً يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَدْ رَآهُ عَبْدُ اللهِ خَمْسِينَ مَرَّةً ، لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ

-"হযরত মুগিরা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি বিখ্যাত তাবেয়ি ইবরাহিম নাখয়ি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে বললাম, সাহাবি ওয়াইল ইবনে হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেছেন, রাসূল (ﷺ) যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাঁর দুই হাত মোবারক উঠাতেন? অতঃপর ইবরাহিম নাখঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সমাধান দেন,ওয়াইল ইবনে হুজুর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যদি একবার রাসুল (ﷺ) কে এভাবে হাত উঠাতে দেখেন, তাহলে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অন্তত ৫০ বার হাত না উঠাতে দেখেছেন।"[১৫১] মুফতি আমিমুল ইহসান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটি সংকলন করে বলেন "ইমাম তাহাবি হাসান সনদে, ইবরাহিম নাখয়ি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর অনূরুপ অভিমত ইমাম দারেকুতনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সহিহ সনদে সংকলন করেছেন।"[১৫২]

দলিল নং-১৩৭ ঃ মদিনা শরিফ ঃ বস্তুত মদিনায় ব্যাপকহারে রফে ইয়াদাইন না করার কারনেই ইমাম মালেক (রহ.) রফে ইয়াদাইন না করার পক্ষে গিয়েছিলেন। ইমাম আবদুর রাহমান বিন কাসেম (রহ.) বলেন- وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَعْرِفُ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي شَيْءٍ مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ لَا فِي خَفْضٍ وَلَا فِي رَفْعٍ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

-"ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, নামাযে রফে ইয়াদাইনের ব্যাপারে আমি আমি পরিচিত নই বা জানি না। তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া হাত উত্তলন করবে না।"[১৫৩] ইমাম আবদুর রাহমান বিন কাসেম (রহ.) আরও বলেন-

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَانَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ضَعِيفًا إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

---

১৫১ .ইমাম তাহাভী, শরহে মা'য়ানীল আছার, ১/২২৪পৃ. হাদিস, ১৩৫১, ও শরহে মুশকিলুল আছার, ১৫/৩৭পৃ. হাদিস, ৫৮২৬, বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৭২পৃ. হাদিস, ২৩৬৯,মাকতুবাতু দারু বায, মক্কাতুল মুকার্‌রামা, সৌদি, মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৮৪পৃ. হাদিস, ৪৭৪, ই.ফা. বা।

১৫২ .মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৮৪পৃ. হাদিস, ৪৭৪, ই.ফা. বা।

১৫৩ .ইমাম মালেক, আল-মাদুনাতুল কোবরা, ১/১৬৫পৃ. দারুল কুতু ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৫হি.।

Scanned by CamScanner

-"ইমাম মালেক (রহ.)'র নিকট নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া অন্য সময় হাত উত্তলন করাটা দ্বঈফ বা দুর্বল অভিমত।"[১৫৪] এ ব্যাপারে দেওবন্দের অন্যতম মুহাদ্দিস আল্লামা আনোওয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেন, "সব শহরেই হাত না উঠানোর লোক ছিল এবং মদিনাতেও তাদের সংখ্যা অনেক ছিল বলেই ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর মতের ভিত্তি (না কারার) এর উপর রেখেছেন।"[১৫৫]

মতানৈক্যের সমাধান ঃ

প্রকৃতপক্ষে আহলে হাদিস এবং হানাফি উভয়ের পক্ষে সহিহ্ হাদিস রয়েছে কিন্তু এই দুই মতানৈক্যের মূল ভিত্তি হল কোনটি সবচেয়ে উত্তম। শাফেয়িদের নিকট রফেইয়াদাইন করাটা উত্তম, আর হানাফিগনের নিকট না করাটা উত্তম। এ ব্যাপারে আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন,

وَالْقَدْرُ الْمُتَحَقَّقُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ ثُبُوتُ رِوَايَةِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعَدَمُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّرْجِيحِ لِقِيَامِ التَّعَارُضِ،

-"এক্ষেত্রে চুড়ান্ত কথা হলো যে, হাত উঠানো, না উঠানো উভয় প্রকারের হাদিস হুজুর (ﷺ) থেকে প্রমানিত আছে। সুতরাং কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন।"[১৫৬] এ বিষয়ে দেওবন্দের মুহাদ্দিস আনোওয়ার শাহ কাশ্মিরী সাহেব বলেন,

تواتر العمل بهما من عهد الصحابة والتابعين واتباعهم على كلا النحوين وانما بقى الاختلاف فى افضل الامرين.

-"হাত উঠানো, না উঠানো উভয় দিকেই সাহাবা, তাবেয়ি এবং তাবে-তাবেয়িনের নিরবিচ্ছিন্ন কর্মধারা চলে আসছে। মতবিরোধ শুধু এখানে যে,এ উভয় কর্মধারার মাঝে কোনটি উত্তম।"[১৫৭]

---

১৫৪ .ইমাম মালেক, আল-মাদুনাতুল কোবরা, ১/১৬৫পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৫হি.।

১৫৫. আনোওয়ার শাহ কাশ্মিরী, নাইলুল ফারকাদাইন,৩০পৃ.

১৫৬ .ইবনুল হুমাম, ফতহুল কাদির:১/৩১২পৃ.অধ্যায়, কিতাবুস্-সলাত, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন।

১৫৭ .আনোওয়ার শাহ কাশ্মিরী, নাইলুল ফারকাদাইন পৃ.-৩

Scanned by CamScanner

শেষ কথা ঃ-

সম্মাণিত পাঠকবৃন্দ! আমরা (হানাফীরা) রফে ইয়াদাইন না করা উত্তম হওয়ার কারনগুলো আমি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি, তাতেই বুঝতে পেরেছেন ইসলামের যারা কর্ণধার চার খলিফা, সবচেয় বড় মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবি, সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুফাস্‌সির, সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারি সাহাবি, তাবেয়িদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বড় ফকীহ এবং বিজ্ঞ মুজতাহিদ ফকিহ তাবেয়িরা তারা কেউই রফে ইয়াদাইন করতেন না। অথচ আমরা তাদের থেকে সুন্নাতের বেশি অনুসারি হয়ে গেলাম। তবে কেউ যদি দাবি করে থাকেন তাদের থেকে বেশি বুঝেন তাহলে ভিন্ন কথা। তবে আমাদের দিকে আঙ্গুল তুলবেন না। আর রফে ইয়াদাইন করার ব্যাপারে রাসূল (দ.) আদেশ করেছেন এ মর্মে আপনারা এ যাবত একটি হাদিসও উল্লেখ করতে পারেননি। আমি জানি আপনারা কোন দিন উল্লেখ করতে পারেবেনও না। কিন্তু এ কাজটি নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারেই বরং রাসুল (ﷺ) থেকে সহিহ সুত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

সমাপ্ত

www.sahihaqeedah.com

Scanned by CamScanner